Vol. 9 | No. 2 | 1965

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

জাঁ রাসিন ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

Volume	9
Issue	2
Year	1965
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুনীর চৌধুরী
Published online	December 16, 1965
DOI	10.62328/sp.v9i2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v9i2.5
Pages	125-176
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

জাঁ রাসিন ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

মুনীর চৌধুরী

১.১. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্ভবতঃ সর্বমোট তেত্রিশখানা নাটক লেখেন। এরমধ্যে বাইশখানিই অনুবাদ। প্রচলিত মত-অনুযায়ী তাঁর পূর্ণাংগ মৌলিক নাটক মাত্র চারটি। পুরুবিক্রম (১৮৭৪), সরোজিনী (১৮৭৫), অশ্রুমতী (১৮৭৯), স্বপ্নময়ী (১৮৮২)। বিষয়বস্তুর নির্বাচনে ও রূপায়ণে এই নাটক-গুলিতে যদিও এক প্রকার রঙ্গমঞ্চীয় ঐতিহাসিক আবেদন সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষণীয়, তবুও একথা স্বীকার করতেই হবে যে নাট্যকার ইতিহাসের মোড়কে মুখ্যত সমকালীন হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্তাপ ও উত্তেজনাকেই মঞ্চে পরিবেশন করার সংকল্প গ্রহণ করেন। প্রকৃত ইতিহাস সর্বত্র নাট্যকারের আন্তরিক অভিপ্রায়-অনুযায়ী সংঘটিত না হওয়ায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে বহু স্থলে উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূলে উদ্ভাবনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। নাটকীয় কল্পনার এই মূলগত অসঙ্গতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তথাকথিত ঐতিহাসিক নাটকের দুর্বলতার অন্যতম কারণ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শিল্পানুপ্রেরণাও দ্বিধামুক্ত ছিল না। ইতিহাস অবলম্বন করে হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রচারে তিনি যেমন উৎসাহী ছিলেন তেমনি তাঁর শিল্পীমনের অন্য এক প্রধান কামনা ছিল নরনারীর দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ আবেগের শাশ্বত সত্যকে প্রত্যক্ষ করা। এই শেষোক্ত চেতনা অনেক ক্ষেত্রে নাটকের ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল এবং নাট্যকারের জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগ উভয়কেই অংশত বিনষ্ট করেছে। জ্যোতিরিন্দ্র-মানসের এই ত্রিশঙ্কু-দশা তাঁর আদর্শের অনুমোদনকারী সমালোচকরা পর্যন্ত লক্ষ্য না করে পারেন নি।

তবে সমালোচকবর্গ অদ্যাবধি যা লক্ষ্য করেন নি সে হোলো জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের এক অনন্য সাধারণ, জটিল এবং গভীর আনুবাদিক প্রবণতা। তাঁর মৌলিক বলে প্রসিদ্ধ নাটক চতুষ্টয়ের মধ্যে অন্ততঃ দুটো যে মূলতঃ এই প্রক্রিয়ার উপফল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

১.২. আমাদের সিদ্ধান্ত 'পুরুবিক্রম' ও 'সরোজিনী' মৌলিক নাটক নয়, বিশিষ্ট ধরনের অনুবাদ মাত্র। এই সকল অনুবাদে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কল্পনা যেন চতুর্বিধ দায়িত্ব পালনের দুরূহ চেষ্টায় চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। একদিকে বিদেশী মূলের ঘটনা-চরিত্র-সংলাপ তাঁর কল্পনাকে অবাধ ঘটনার হতে দেয় নি, অন্যদিকে মূলের হুবহু অনুরূপ দেশীয় কোনো ঐতিহাসিক আদর্শে মূলকে নবরূপ দানের শিল্পগত আবশ্যকতাও তিনি অগ্রাহ্য করতে চান নি। একদিকে নিজের নাটকের রূপান্তরিত ইতিহাসকে সমকালীন যুগচিন্তার রূপকে পরিণত করার তাগাদা অনুভব করেন, তেমনি সেই রূপকের প্রাণদানকারী নরনারীর হৃদয়ের বেদন-সংঘাত এক উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষ যুগোত্তর মহিমায় মণ্ডিত করে তোলার জন্যও তিনি উৎকণ্ঠিত ছিলেন। তাঁর চেতনায় বিভিন্নমুখী প্রবণতার এই প্রবাহ কখন বাধাহীনভাবে সমান্তরাল, কখনও একে অন্যের প্রতিবন্ধক। যেহেতু মূলানুসরণের প্রবৃত্তি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসৃষ্টির মুখ্য অনুপ্রেরণা, আমরা 'পুরুবিক্রম' ও 'সরোজিনী' নাটকে যে অনুবাদ-নীতি অনুসৃত হয়েছে তার বিস্তৃত বিশ্লেষণে উদ্যোগী হব। বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় **পুরুবিক্রমের** সংগে তার মূলের তুলনা। পরবর্তী প্রবন্ধে **সরোজিনীর** সংগে তার মূলের মিল-অমিল আলোচিত হবে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমাদের এই পর্যায়ের বক্তব্য সম্পূর্ণ নতুন বলে বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত মূল পাঠের সংগে বাংলা রূপান্তরের ভেদাভেদ আমরা প্রতি অংক, গর্ভাংক, সংলাপ ধরে ধরে উন্মোচিত করব।

২.১. 'পুরুবিক্রমে'র (১৮৭৪) মূল জাঁ রাসিন কর্তৃক রচিত ফরাসী নাটক 'আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট' (১৬৬৫)। রবার্ট ব্রুস বসওয়েলের ইংরেজী অনুবাদ আমাদের আদর্শ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই মূল ফরাসী থেকে সরাসরি নিজের বিশিষ্ট পন্থায় রূপান্তরীকরণের কাজে অগ্রসর হন। তাহলেও, রাসিনের ইংরেজী তর্জমার সংগে তুলনা করলেও নাট্যানুবাদে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অভিনব কলাপ্রণালীর স্বরূপ বোঝা যাবে।

২.২. চরিত্রলিপি থেকে সুরু করা যাক। মূলে আছে :

CHARACTERS.

Alexander	
Porus, Taxiles,	Indian Kings
Axiana,	Queen of another part of India.
Cleophila,	Sister of Taxiles.
Hephaestion.	
Attendants of Alexander.	
Attendants of Alexander.	

যেহেতু এই নাটকের পটভূমি ভারতবর্ষ, পাত্রপাত্রীদের অধিকাংশ এদেশীয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে এর ভাষান্তরীকরণে দেশীয় কোনো প্রতিরূপ ঘটনা আবিষ্কারের জন্য উদ্বিগ্ন হতে হয় নি। কেবলমাত্র চেতনাকে সজাগ রাখতে হয়েছে জাতিবৈর ভাবের দেশীয় সংস্কারকে সুযোগমত অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেবার জন্য। একেবারে গোড়াতেই, নাটকের প্রধান চরিত্রের নামের অভিনব বঙ্গীকরণে এই মনোভাবের প্রকাশ সুস্পষ্ট। গ্রীস দেশাগত আক্রমণকারী সম্রাট আলেকজাণ্ডার ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশীয় অর্থে যবন ছিলেন না। অথচ পুরুর বিক্রমে কোনো যবন সম্রাট বিপর্যস্ত বোধ না করলে নাট্যকারের হিন্দু আদর্শমণ্ডিত স্বাদেশিকতা প্রচারের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজের ফারসী জ্ঞানের সহায়তায় আলেকজাণ্ডারের বাংলা নামকরণ করলেন সেকন্দরশা এবং নাটকের নামকরণেও 'আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট' বাংলায় রূপ নিল 'পুরুবিক্রম'। 'পুরুবিক্রমে' পাত্র-পাত্রীগণ এইভাবে বর্ণিত হয়েছে :

সেকন্দরশা	.....	গ্রীস দেশীয় সম্রাট
পুরু রাজা, তক্ষশীলা	.....	পাঞ্জাব দেশীয় দুই নরপতি
এফেষ্টিয়ন	.....	সেকন্দরশার সেনাপতি

সেকন্দরশার প্রহরীগণ ও সৈন্যগণ,

পুরুর প্রহরী ও সৈন্যগণ।
তক্ষশীলের রক্ষক, ও একজন গুপ্তচর।
চারিজন ক্ষুদ্র রাজকুমার।

ঐলবিলা	.....	কল্লুপর্ব্বতের রাণী
অম্বালিকা	.....	তক্ষশীলের ভগিনী
সুহাসিনী, সুশোভনা		ঐলবিলার সখীদ্বয়

একজন উদাসিনী গায়িকা

এই তালিকায় আলেকজাণ্ডার সেকন্দর শাহে পরিণত হয়েছেন। পুরু, তক্ষশীল এবং এফিষ্টিয়ন অপরিবর্তিত। Axiana ঐলবিলা রূপ নিয়েছে, Cleophila নাম নিয়েছে অম্বালিকা। যে সকল নতুন চরিত্র উদ্ভাবিত হয়েছে তাদের ভূমিকা নিতান্ত গৌন। যেমন উদাসিনী গায়িকা, ঐলবিলার সখীদ্বয়, কয়েক জন রক্ষক, প্রহরী, গুপ্তচর এবং ক্ষুদ্র রাজকুমার। ঘটনাচক্রে উৎপন্ন শূন্যস্থান পূর্ণ করা ছাড়া দেশীয় রঙ্গমঞ্চে এদের আবির্ভাবের অন্য কোনো সংগত কারণ নেই।

২.২. পুরু-বিক্রম নাটকের আরম্ভটুকু মৌলিক। সরোজিনী নাটকেও লেখক এই কৌশল অবলম্বন করেছেন। সূচনায় স্বদেশের পটভূমিতে স্বাধীনভাবে একটি দৃশ্য রচনা করে দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক থেকে মূলানুসরণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। মূল নাটকের ভোল পাল্টে নাট্যকার যে সংকীর্ণ স্বদেশী চিন্তাকে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন তার ঘোষণাপত্র হল এই স্বকপোলকল্পিত প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সেকন্দরশা ভারত আক্রমণে উদ্যত। কল্লুপর্বতের রানী পাঞ্জাব প্রদেশের রাজকুমারদের যবনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে দিয়ে এসেছেন। তাঁর সংকল্প "সখি। যত দিন না যবনেরা আমাদের প্রিয় জন্মভূমি হতে একেবারে দূরীভূত হচ্ছে ততদিন আমার আর আরাম নেই।" এবং "যে রাজকুমার যবন দিগের সহিত যুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বীরত্ব প্রকাশ করবেন, আমি তাঁরই পাণিগ্রহণ করব।" এতে অবশ্য ঐলবিলার আন্তরিক প্রেমের কোনো ব্যাঘাত জন্মাবার কথা নয়, কারণ তিনি মনে মনে জানতেন যে যদিও সমস্ত রাজকুমারগণ

উৎসাহিত হয়ে মাতৃভূমি রক্ষার জন্য একত্রিত হবেন, কোনো রাজকুমারই পুরুরাজকে বীরত্বে অতিক্রম করতে পারবেন না। অল্পবয়সের এক উদাসিনী গায়িকা ঐলবিলার কক্ষে প্রবেশ করে। সে-ও একই পথের পথিক। নিজের প্রিয়তমের মৃত্যুর পর সে স্বদেশকেই পতিত্বে বরণ করে নেয় এবং ঐলবিলাকে বলে, "শুনছি, আপনি নাকি এখন যবনদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবেন। মাতৃভূমির জয় কীর্তন শ্রবণ করে যদি আপনি যাত্রা করেন, তাহলে আপনার যাত্রা শুভ হবে। যাতে যবনগণের উপর জয়লাভ হয়, এই আমার একমাত্র ইচ্ছা, আমি কোনো পুরস্কার লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করি না।" এই ভূমিকার পর উদাসিনী গায়িকা একটি গান গায়। গানটি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা : "মিলে সব ভারত সন্তান একতান মনপ্রাণ গাও ভারতের যশোগান" ইত্যাদি।

প্রায় দশ পৃষ্ঠার এই প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের ভাব ও সংলাপ সবটাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিজের দান। জাঁ রাসিনে এগুলো নেই, থাকার কথাও নয়। কিন্তু দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক থেকে বাঙালী নাট্যকার পুরোপুরি ফরাসী নাট্যকারের চরণ-অনুসারী। মাঝে মাঝে কোনো বাক্যে বা বাক্যসমষ্টিতে যে স্বাধীনতা প্রকাশ করেছেন সে কেবল অত্যন্ত স্বজাতিপ্রীতি প্রকটিত করবার জন্য। ফরাসী পাঠের মূলানুগ ইংরেজী অনুবাদের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের চরণে চরণে তুলনা করা যাক।

৩.০. নাটকের ঘটনাস্থল সম্পর্কে মূলের নির্দেশ :

The scene is laid on the banks of the Hydaspes, in the camp of Taxiles.

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন,

বিতস্তা নদীর কূলে সন্নিবেশিত রাজা তক্ষশীলের শিবিরের মধ্যস্থিত একটি ঘর।

পরবর্তী দৃশ্য সমূহে এই নির্দেশেরই সামান্য রদবদল ঘটেছে।

৩.১. রাসিনের নাটকের প্রথম অংকের প্রথম গর্ভাঙ্কের প্রথম উক্তি ট্যাকসিলেসের ভাগিনী ক্লিওফিলার :

CLEOPHILA

What ! go you to resist a king whose might
Seems to force Heav'n itself to take his side,
Before whose feet have fallen all the kings
Of Asia, who holds Fortune at his beck ?
Open your eyes, my brother, and behold
In Alexander one who casts down thrones,
Binds kings in chains, and makes whole nations slaves ;
And all the ills they have incurr'd prevent.

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের প্রথম সংলাপ।

অম্বালিকা। কি !—মহারাজ ! দেবতারা যাঁর সহায়, সমস্ত সসাগরা পৃথিবী যাঁর অধীনতা স্বীকার করেছে, সমস্ত নরপতি যাঁর পদানত হয়েছে, সেই প্রবল প্রতাপ সম্রাট সেকন্দর শার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আপনি সাহস করছেন? না মহারাজ ! আপনি এখনও তবে তাঁকে চেনেন নি। দেখুন, তাঁর বাহুবলে কত কত রাজ্য ভস্মসাৎ হয়ে গেছে, কত কত দেশ ছারখার হয়েছে, কত কত রাজা বিনষ্ট হয়েছে,—এই সকল দেখে শুনে মহারাজ ! কেন বিপদকে আহ্বান কচ্চেন?

৩.২. রাসিনের দ্বিতীয় সংলাপ :

TAXILES

Would you that, stricken with so mean a fear,
I bow my head to meet his threat'ning yoke,
And hear it said by every Indian tribe,
I forged the fetters for myself and them ?
Shall I leave Porus, and betray those chiefs
Met to defend the freedom of our realms,
Who without hesitation have declared
Their brave resolve to live or die like kings ?
See you a single one of them so cow'd
At Alexander's name, that he forgets
To fight, and begs to be enroll'd his slave,
As of th' acknowledg'd master of the world ?

So far from being daunted at his fame,
They will attack him e'en in Victory's lap.
And would you, sister, have me crave his help
Whom I to-day am ready to withstand ?

জ্যোতিরিন্দ্রনাথে তক্ষশীলের উক্তির শেষ প্রশ্নবোধক চিহ্নটি পর্যন্ত হুবহু এক।

তক্ষশীল। তোমার কি ইচ্ছা, যে আমি নীচ ভয়ের বশবর্তী হয়ে সেকন্দর শার পদতলে অবনত হব? আমি কি স্বহস্তে ভারতবাসীদিগের জন্য অধীনতা শৃঙ্খল নির্ম্মাণ করব? যে সকল রাজকুমার মাতৃভূমি রক্ষণের জন্য সম্মিলিত হয়েছেন, যাঁদের এই একমাত্র প্রতিজ্ঞা হয়েছে যে, হয় তাঁরা তাঁদের রাজ্য রক্ষা করবেন, নয় রণভূমে প্রাণ বিসর্জন দেবেন, সেই সকল রাজকুমারগণকে ও বিশেষতঃ মহারাজ পুরুকে কি আমি এখন পরিত্যাগ করব? তা কখনই হতে পারে না। অম্বালিকে, তুমি বল কি? সেই সকল রাজকুমারদের মধ্যে তুমি এমন একজনকে দেখাও দিকি, যিনি সেকন্দর শার নামমাত্র শুনেই একেবারে কম্পমান হয়েছেন? তাঁর নামে ভীত হওয়া দূরে থাক, তিনি যদি এখন আপন সিংহাসনেও উপবিষ্ট থাকেন, সেখান পর্যন্ত তাঁকে আক্রমণ করতে তাঁরা প্রস্তুত রয়েছেন। তবে কি শুদ্ধ রাজা তক্ষশীল কাপুরুষের ন্যায় তাঁর পদতল লেহন করবেন?

৩·৩ রাসিনের তৃতীয় সংলাপ :

CLEOPHILA

Nay, is it not to you this prince appeals,
Sues for your friendship, and for yours alone,
And ready to discharge his lightning flash,
Makes secret efforts to protect your head ?

জ্যোতিরিন্দ্রনাথে অম্বালিকার অনুনয়ের প্রথম বাক্যে যে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে তা নাটকের অন্যস্থল থেকে সংগৃহীত। কিন্তু বাকীটুকু অবিকৃত :

অম্বালিকা। মহারাজ! সেকন্দর শা যখন আমাদের প্রাসাদ হতে আমাকে বন্দী করে তাঁর শিবিরে নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর যেরূপ সৈন্যবল আমি

স্বচক্ষে দেখেছি, তাতে আমার বেশ বোধ হয়, আপনারা কখনই তাঁর ওপর জয়লাভ করতে পারবেন না। তিনি তো আর কোনো রাজার বন্ধুতা আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি কেবল আপনার সঙ্গেই বন্ধুতা করতে ইচ্ছা করছেন। তাঁর বজ্র উদ্যত হয়ে রয়েছে আর একটু পরেই নিপতিত হয়ে ভারতভূমিকে বিদীর্ণ করবে। এখন তাঁর এই ইচ্ছা, যেন ঐ বজ্র আপনার মস্তকের একটি চুলকেও না স্পর্শ করে।

৩·৪ রাসিনের চতুর্থ সংলাপ :

TAXILES

Why should he spare his wrath for me alone ?
Of all Hydaspes arms against him, how
Have I deserved a pity that insults ?
Why not to Porus make these overtures ?
Doubtless he deems him too magnanimous
To heed an offer that is fraught with shame,
And seeking virtue of less stubborn mould,
Thinks me, forsooth, more worthy of his care.

জ্যোতিরিন্দ্রনাথে :

তক্ষশীল। এত রাজা থাকতে আমার উপরেই যে তাঁর এত অনুগ্রহ? তিনি কি বেচে বেচে আমাকেই তাঁর এই নীচ জঘন্য অনুগ্রহের পাত্র বলে মনে করেচেন? মহারাজ পুরুর সহিত কি তিনি সখ্যতা স্থাপন করতে পারেন না? হাঁ! তিনি এ বেশ জানেন যে, মহারাজ পুরু এরূপ নীচ নন, যে তাঁর এই লজ্জাকর গর্হিত প্রস্তাবের প্রতি কর্ণপাতও করবেন। বুঝেছি, তিনি এরূপ একটি কাপুরুষ চান, যে নির্ব্বিবাদে তাঁর অধীনতা স্বীকার করবে, আর আমাকেই সেই কাপুরুষ ব'লে তিনি স্থির করেচেন।

৩.৫ রাসিনের পঞ্চম সংলাপ :

CLEOPHILA

Say not he thinks to find in you a slave,
But deems you bravest of his enemies,

And hopes that, may he but disarm your hand,
His triumph o'er the rest will be secured.
His choice does no discredit to your name,
He offers friendship cowards may not share.
Tho' he would fain see all the world submit
To him, he wants no slave among his friends.
Ah, if his friendship can your glory soil,
You spared me not a stain of deeper dye.
You know his daily services to me,
Why did you ne'er attempt to check their course ?
You see me now the mistress of his heart,
A hundred secret missives make me sure
Of his devotion, and to reach me come
His ardent sighs across two hostile camps.
Instead of urging hatred and disdain,
You oft have blamed me for severity;
You led me on to listen to his suit,
Ay, and perchance to love him in my turn.

জ্যোতিরিন্দ্রনাথে :

অম্বালিকা। ও কথা বলবেন না ; আপনাকে তিনি কাপুরুষ ব'লে ঠাওরান নি। বরং তাঁর সকল শত্রুগণের মধ্যে আপনাকে অধিক সাহসী বীরপুরুষ মনে ক'রে আপনারই সঙ্গে আগে বন্ধুতা করবার জন্য ব্যগ্র রয়েছেন। তিনি এই মনে করেছেন, যে যদি আপনি এই যুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করেন, তা হ'লে তিনি অনায়াসে আর সকলের উপর জয়লাভ করতে সমর্থ হবেন। এ সত্য বটে, তিনি সমস্ত পৃথিবীকে পদানত করবার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা কচ্চেন, কিন্তু এও তেমনি সত্য যে, তিনি যাকে একবার বন্ধু বলে স্বীকার করেন, তার প্রতি কখনও দাসবৎ আচরণ করেন না। তাঁর সহিত সখ্যতা করলে কি মহারাজ! মর্যাদার হানি হয়? তা বোধ হয়, আপনি কখনই মনে করেন না। তা যদি মনে করেন, তা হলে আমাকে এত দিন কেন নিবারণ করেন নি? দেখুন, সেকন্দর শা আমার প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় প্রতিদিন এখানে গোপনে দূত প্রেরণ কচ্চেন। আপনি তা জানতে পেরেও আমাকে নিবারণ করেন নি, বরং তাতে আপনি উৎসাহ প্রদান করেছেন।

এই উক্তির শেষাংশ সম্ভবতঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্তরের অনুমোদন লাভ করে নি। শত হলেও ভারতীয় ভ্রাতা ভগিনীকে যবনের প্রেমাভিলাষী হতে

প্ররোচিত করেছে এটা গ্রহণযোগ্য নয়, প্রচারযোগ্য নয়। এই মনোভাব নিয়ে তিনি পরবর্তী যে এক জোড়া সংলাপ রচনা করলেন তা তাঁর নিজস্ব, রাসিনের নয়। 'প্রেম বীর্যবান ব্যক্তিকেও নির্বীর্য করে দেয়' এই বিশ্বাসে তক্ষশীল অম্বালিকাকে উৎসাহ দিয়েছে সেকন্দর শার হৃদয়ে প্রেমভাব উদ্রিক্ত করবার জন্য। অম্বালিকা অবশ্য জনান্তিকে আমাদের একথাও জানিয়ে দিয়েছে যে তার নিজের মনও যবনরাজ দ্বারা অপহৃত। তক্ষশীল-অম্বালিকার এই উত্তর-প্রত্যুত্তরের পর থেকেই আবার অনুবাদ সরাসরি এগিয়ে চলে।

৩·৬ রাসিনের ষষ্ঠ সংলাপের শেষার্ধ :

TAXILES

.....But I, like you, follow the star of love.
Fair Axiana's danger-darting eyes,
Against your Alexander aim their shafts ;
Queen of all hearts, she bids her subjects arm
For freedom, which her charms alone must bind ;
She hears with shame threats of captivity,
Nor brooks another tyrant than herself.
Her wrath, my sister, must command my sword,
And I must go.

তক্ষশীল। ভগ্নি। তোমার নিকট আমি আর কিছু গোপন করব না। কল্লুপর্ব্বতের রাণী ঐলবিলার প্রেমাকাঙ্ক্ষায় আমি এই দুঃসাহসিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছি। তোমাকে বলতে কি, মহাবীর সেকন্দর শাকে যে আমরা যুদ্ধে পরাস্ত কত্তে পারব, তা আমার বড় বিশ্বাস হয় না ; কিন্তু রাণী ঐলবিলার প্রতিজ্ঞা শুনে অবধি আমি তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছি। তিনি আমাদের এই আশ্বাস দিয়েছেন যে, যে রাজকুমার মাতৃভূমি রক্ষার্থে সর্ব্বাপেক্ষা বীরত্ব প্রকাশ করবেন, তিনিই তাঁর পাণিগ্রহণ করবেন। এখন বল দেখি, অম্বালিকে! কি ক'রে আমি রাজকুমারী ঐলবিলার প্রেমের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে সেকেন্দর শার সঙ্গে সন্ধি করি ?

এই প্রশ্নের উত্তরে অম্বালিকা তক্ষশীলের যুক্তি উদ্ধৃত করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে প্রেম বীর্যবানকে নির্বীর্য না করে অধিকতর বীর্যবান করে তোলে। এই সাত আট লাইন কথোপকথন মৌলিক।

৩'৭ রাসিনের সপ্তম সংলাপ :

CLEOPHILA

Ah, well, destroy yourself
To please her ; what tho' fatal the decree,
Obey so dear a despot if you will,
Or rather let your rival reap your bays.
Go fight for Porus, Axiana calls,
Secure for him the empire of her heart,
For your best valour will not make her bend.

জ্যোতিরিন্দ্রনাথে :

অম্বালিকা। তা বৈ কি মহারাজ! সে প্রেমের কুহকে আপনাকে মুগ্ধ ক'রে রেখে, কেবল তার নিজের অভিসন্ধি সিদ্ধ ক'রে নিচ্চে বৈ তো নয়, বাস্তবিক তার হৃদয় সে অন্যের নিকট বিক্রয় করেছে। তার প্রেমের ভাজন তো আপনি নন, তার প্রেমের ভাজন হচ্চে পুরু। যান্,—মহারাজ! আপনি পুরুর হয়ে যুদ্ধ ক'রে তার মনস্কামনা পূর্ণ করুন। আপনি যুদ্ধে যতই কেন বীরত্ব প্রকাশ করুন না,—সেই মায়াবিনী ঐলবিলা অবশেষে এই বলবে যে, 'মহারাজ পুরুর বাহু-বলেই আমরা জয়লাভ করেছি। অতএব আমি তাঁরই পাণিগ্রহণ করব।'

৩.৮ রাসিনের অষ্টম সংলাপ :

TAXILES

Think you that Porus, sister—

জ্যোতিরিন্দ্রনাথে :

তক্ষশীল। কি? রাজকুমারী ঐলবিলা কি তবে পুরুরাজকে—

৩.৯ নবম সংলাপ :

CLEOPHILA

Can you doubt,
Yourself, that Axiana loves him ? What !
Can you not see how eager is her praise,
As she parades his deeds before your eyes ?
Tho' others may be brave, round him alone,
Believe me, victory's pinions seem to wave ;
Without his sanction vain your wisest plans,
Only with him rests India's liberty ;
Had he not interposed, our walls ere now
Had sunk in ashes, he alone can stop
The conqueror's march ; this charming prince she makes
Her god, and, tho' you doubt it, fain would make
Her lover !

অম্বালিকা। রাণী ঐলবিলা যে পুরুরাজকে ভালবাসেন, তাতেও কি আপনার সন্দেহ আছে ? আপনার সম্মুখেই তো সে পুরুরাজের মহা প্রশংসা করে থাকে, তা কি আপনি শোনেন নি ? পুরুরাজের নামেতে সে একেবারে গ'লে যায়, তা কি আপনি দেখেন নি ? সে একথা কতবার বলেছে যে, পুরুরাজ ব্যতীত ভারতভূমির স্বাধীনতা কেহই রক্ষা করতে পারবে না,—পুরুরাজ ভিন্ন ঐ মহাবীর যবনের উপর কেহই জয়লাভ করতে পারবে না। যে ব্যক্তি এইরূপ সর্ব্বদাই দেবতার স্বরূপ পুরুরাজের স্তুতিগান করে, তার হৃদয়-মন্দিরের দেবতা কে, তা কি মহারাজ ! এখনও আপনি বুঝতে পারেন নি ?

৩.১০ দশম সংলাপ :

TAXILES

I have tried to doubt it ; ah,
Be not so cruel as to blast all hope,
Nor paint a picture that I hate to see.
Nay, help me rather to be blind, confirm
My pleasing error. Pride befits the fair ;
Tell me she treats all others e'en as me,
And save me from despair.

তক্ষশীল। পুরুরাজের বীরত্বের প্রশংসা কে না করে থাকে? তিনি পুরুরাজকে প্রশংসা করেন বলেই যে তিনি তাকে ভালবাসেন তার কোন অর্থ নেই। যাই হোক, আমার আশা কিছুতেই যাচ্ছে না। ভগ্নি! তুমি বড় নিষ্ঠুর, আমি এখন সুখের স্বপ্ন দেখছি, তুমি কেন আমাকে জাগাচ্চ বল দেখি? আমাকে একেবারে নিরাশ সাগরে ডুবিও না।

৩.১১ ১১ নম্বর সংলাপ :

CLEOPHILA

With my consent
Hope still, but nothing more expect from sighs
Too weak to move her. Why in battle seek
A conquest Alexander offers you
Himself? 'Tis not with him you have to cope,
But Porus, who would wrest a prize so fair.
Fame, too unjust to others' merit, vaunts
His exploits, none but his, forgets the rest;
Whate'er is done, he the sole credit claims,
And leads you like his subjects to the field.
Ah, if that title has a pleasing sound,
Why not with Greeks and Persians range yourself
Beneath a worthier lord? A hundred kings
Will share your bonds; Porus himself will come,
Yea, the whole world. But Alexander keeps
No chains for you. He leaves upon your brow
The crown a haughty rival dares disdain.
'Tis Porus and not he makes you a slave;
Be not his victim, when 'tis in your pow'r—
But look, here comes your generous rival.

অম্বালিকা। (ঈষৎ রাগান্বিত হইয়া) না মহারাজ! আপনি তবে আশাপথ চেয়ে থাকুন, আপনার সুখের স্বপ্নে আর আমি ভঙ্গ দেব না। (কিয়ৎকাল স্তব্ধ থাকিয়া) সে যা হোক, যখন সেকন্দের শা আপনার সঙ্গে বন্ধুতার প্রস্তাব ক'রে পাঠাচ্চেন, তখন আপনি কেন তাঁর সঙ্গে শত্রুতা কত্তে প্রবৃত্ত হচ্চেন? পরের জন্য কেন আপনি ধন, প্রাণ, রাজ্য, সকলি খোয়াতে যাচ্চেন? আর যার জন্য আপনি এ সমস্ত কচ্চেন, সেও দেখুন, আপনাকে প্রতারণা কচ্চে। সেকেন্দর শা তো আপনার শত্রু

নয়, পুরুরাজই আপনার শত্রু ; দেখুন, সে রাজকুমারী ঐলবিলার হৃদয় দুর্গ অধিকার ক'রে আপনাকে তার ভিতরে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। অতএব সেকন্দর শার সহিত যুদ্ধ না ক'রে আপনার পথের কণ্টক যে পুরুরাজ, তাকেই আপনি আগে অন্তরিত করুন। সেকন্দর শার সঙ্গে যুদ্ধে ক'রে দেখুন, আপনি কোন গৌরব লাভ কত্তে পারবেন না। যদি যুদ্ধ জয় হয়, তা হলে লোকে বলবে, পুরুরাজের বাহু বলেই জয়লাভ হয়েছে। আর আপনি কি এ মনে করেন যে, পৃথ্বী-বিজয়ী মহাবীর সেকেন্দর শার সহিত সংগ্রামে, সেই হীনবল ক্ষুদ্র পুরু জয় লাভ করতে পারবে? দেখে নেবেন, পৃথিবীর অন্যান্য রাজা যেরূপ তাঁর বাহুবলে পরাস্ত হয়েছে, পুরুও সেইরূপ অবশেষে পরাভূত হবে। সেকেন্দর শা আপনাকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বন্ধ কত্তে চাচ্চেন না, তিনি আপনাকে বন্ধু ব'লে আলিঙ্গন করতে ইচ্ছা করচেন। তিনি আপনাকে সিংহাসন হ'তে বিচ্যুত কত্তে চাচ্চেন না, বরং যে সকল রাজকুমারগণ তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেচেন, তাঁহাদিগকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে সেই সকল সিংহাসন তিনি আপনাকে প্রদান করতে চাচ্চেন। (পুরু আসিতেছে দেখিয়া) এই যে—পুরুরাজ এইখানে আসচেন।

৩.১২ ১২ নং সংলাপ :

TAXILES

Ah,
My Sister, how my heart beats an alarm,
And tells me, as I look, that he is loved !

ভক্ষশীল। [স্বগত] অম্বালিকা যথার্থ কথাই বল্‌চে। আমার বোধ হয়, রাজকুমারী ঐলবিলা পুরুরাজকেই আন্তরিক ভালবাসেন। পুরুরাজ এখন আমার চক্ষুঃশূল হয়েছেন। উঃ! আমার হৃদয় দগ্ধ হ'চ্চে।

৩.১৩ ১৩ নং সংলাপ :

CLEOPHILA

Time presses, fare you well. With you it lies
To be his slave, or Alexander's friend.

অম্বালিকা। এখন আমি তবে বিদায় হই। কিন্তু মহারাজ! আর সময় নাই। এই দুয়ের মধ্যে একটা স্থির করবেন—হয় পুরুরাজের দাস হয়ে থাকুন, নয় সেকন্দর শার বন্ধুত্ব গ্রহণ করুন, আমি এখন চল্লেম। [অম্বালিকার প্রস্থান]

পুরু-তক্ষশীলের মধ্যে চার পাঁচ লাইন-কুশল সংবাদ-বিনিময়ের সংলাপ চলে, যা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিজস্ব। তারপর থেকে পূর্বরূপ। মূলে এখানে দৃশ্য ভাগের নির্দেশ ছিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তা রাখা আবশ্যক বোধ করেন নি।

৩·১৪ ১৪ নং সংলাপ :

PORUS

Sir, I am much deceived, or our proud foes
Will make less progress than they reckon'd on.
Impatient of delay, our gallant troops
Show resolution stamp'd upon their brows,
Setrngthen each other's hearts, and none too young
To promise to himself victorious bays.
From rank to rank the martial ardour spreads,
And eager cries have burst upon mine ears,
Complaining that they cannot prove their zeal,
But waste their vigour in an idle camp.
Shall we allow such courage to be lost ?
Our wily foe knows where advantage lies :
Feeling hinself still weak, to hold us back
He sends Hephaestion hither, who demands
A parley, that by idle words—

পুরু। এখনও শত্রুগণ বেশি দূর অগ্রসর হয় নি। আমাদের সৈন্য ও সেনাপতিগণ সমরোৎসাহে প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে। তাদের মুখমণ্ডলে সাহস ও তেজ যেন মূর্ত্তিমান হয়ে স্ফূর্ত্তি পাচ্ছে, সকলেই পরস্পরকে উৎসাহ দিচ্চে, ক্ষুদ্রতম পদাতিসেনা পর্যন্ত সমরক্ষেত্রে গৌরবলাভ করবার জন্য উৎসুক হয়েছে, প্রত্যেক সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে গিয়ে আমি দেখেছি, সকলেই দেশের জন্য প্রাণপণ করেছে। আমি যাবামাত্রেই সকলে—"জয় ভারতের জয়" ব'লে সিংহনাদ ক'রে উঠলো,—আর আমাকে এইরূপ বলতে লাগলো যে,—"আর কতক্ষণ আমরা এই শিবিরে বসে কালহরণ করবো? শীঘ্র আমাদিগকে রণক্ষেত্রে নিয়ে চলুন। যবনরক্ত

পান ক'রে আমাদের অসির পিপাসা শান্তি হোক।" এই বীর পুরুষদের আর কতক্ষণ থামিয়ে রাখা যায়? যবনরাজ এখন অনুকূল অবসর খুঁজচেন। এখনও তিনি সমরের জন্য প্রস্তুত হতে পারেন নি, এই হেতু তিনি কালবিলম্ব আশয়ে তাঁর দূত এফেষ্টিয়নকে আমাদের নিকট পাঠিয়েছেন ও নিরর্থক প্রস্তাবে,—

'যবন রক্ত পান ক'রে আমাদের অসির পিপাসা শান্তি হোক' এই মনস্কামনা স্বভাবতই রাসিনে লেলিহান নয়। বাকীটুকু, ভাবের বিকাশে এবং বাক্যের বিন্যাসে, এমন কি অসম্পূর্ণ বাক্যের চরণান্তিক ড্যাস-চিহ্ন পর্যন্ত মূলোদ্ভূত।

৩.১৫ ১৫ নং সংলাপ :

TAXILES

'Tis fit
To hear him, Sir ; we know not yet what terms
Are offer'd : Alexander may wish peace.

তক্ষশীল। কিন্তু মহারাজ! তার কথা তো একবার আমাদের শোনা উচিত। সেকন্দর শার কি অভিপ্রায়, আমরা তো তা জানিনে। এমন হতে পারে, তিনি আমাদের সঙ্গে সন্ধি করবার জন্যে উৎসুক হয়েছেন।

৩.১৬ ১৬ নং সংলাপ :

PORUS

Peace ! Would you then accept it at his hands ?
Have we not seen him with repeated blows
Disturb the happy calm we erst enjoy'd,
And, sword in hand, enter these realms of ours,
Attacking kings who ne'er offended him ?
Have we not seen him laying countries waste,
Our rivers swollen with our subjects' blood ?

Yet when the goods have placed him in our pow'r
Am I to wait until the tyrant deigns
To pardon ?

পুরু। কি বল্লেন মহারাজ! সন্ধি? সেই যবনদস্যুর হস্ত হতে আমরা সন্ধি গ্রহণ করব? ভারতভূমিতে এতদিন গভীর শান্তি বিরাজ কচ্ছিল, সে স্বচ্ছন্দে এসে সেই শান্তি উচ্ছেদ করলে; আমরা তার প্রতি অগ্রে কোন শত্রুতাচরণ করি নি, সে বিনা কারণে, খড়্গ হস্তে আমাদের দেশে প্রবেশ কল্লে, লুঠপাট ক'রে আমাদের কোন কোন প্রদেশ ছারখার ক'রে ফেল্লে, এখন আমরা কি না তার সঙ্গে সন্ধি করব? আমরা তাকে কি এর সমুচিত শাস্তি দেব না? এখন বুঝি দৈব তার বিমুখ হয়েছেন, তাই তিনি আমাদের সঙ্গে সন্ধি করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন।

লক্ষণীয় যে মূলের নিরলঙ্কার 'his' বাংলায় রোষস্ফীতি লাভ করে 'যবনদস্যু'তে পরিণত হয়েছে।

৩.১৭ ১৭ নং সংলাপ :

TAXILES

Say not Heav'n forsakes his cause ;
With constant care it still defends his head
A monarch at whose nod so many states
Tremble is not a foe for kings to scorn.

তক্ষশীল। ও কথা বলবেন না মহারাজ! যে, দৈব তার প্রতিকূল হয়েছেন। দেবতাদের কৃপা তাঁকে সর্ব্বদাই রক্ষা কচ্চে। যে মহাবীর স্বীয় বাহুবলে এত দেশ বশীভূত করেছেন, তাকে কি সামান্য শত্রু বিবেচনা ক'রে অবজ্ঞা করা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র রাজার কর্তব্য কর্ম্ম?

৩.১৮ ১৮ নং সংলাপ :

PORUS

I scorn him not, his courage I admire,
And to his prowess render due respect,

But I too am ambitious to deserve
The tribute which his merits force from me.
Let Alexander be upraised to Heav'n
Yet will I pluck him thence, if so I may ;
The altas which man's trembling hands have rear'd
To this terrestrial god, will I attack.
E'en thus did Alexander treat those kings
Whose provinces now own his greater sway :
If when he enter'd Asia he had quail'd,
Darius would not with his parting breath
Have hail'd him king.

পুরু। অবজ্ঞা করা দূরে থাক, আমি তার সাহসকে ধন্য বল্‌চি। কিন্তু আমার এই ইচ্ছা, যেমন আমি তাঁর সাহসকে ধন্যবাদ না দিয়ে থাক্‌তে পাল্লেম না, তেমনি আমিও রণস্থলে তার মুখ থেকে আমার সম্বন্ধে এইরূপ ধন্যবাদ বার করব। লোকে সেকন্দর শাকে স্বর্গে তুলেছে, আমার ইচ্ছা যে, আমি তাঁকে সেই উচ্চ স্থান হতে নীচে অবতরণ করাব। সেকেন্দর শা মনে কচ্চেন যে, যখন তিনি পারস্যের রাজা দারায়ুসকে অনায়াসে পরাভূত করেছেন, তখন আর কি? তখন তো তিনি পূর্বাঞ্চলের আর সমস্ত রাজাকে মেষের ন্যায় বশীভূত করতে পারবেন। কিন্তু কি ভ্রম! বীর-প্রসূ ভারতভূমিকে এখনও তিনি চেনেন নি।

৩.১৯ ১৯ নং সংলাপ :

TAXILES

Sir, had Darius known
How weak he was, he would be reigning now
Where reigns another. But his fatal pride
Was better founded than your present scorn.
The fame of Alexander had not yet
Burst like the lightning from behind the clouds ;
Darius ne'er heard his name before,
And calmly dream'd of easy victory.
He knew him soon, and all amazed beheld
His countless hosts scatter'd like chaff, himself.
Crush'd to the earth by a victorius arm ;
The lightning, as it fell, unseal'd his eyes.

ভক্ষশীল। বরং বলুন, আমরা এখনও সেকন্দর শাকে চিনতে পারি নি। শত্রুকে এইরূপ অবজ্ঞা করেই দারায়ূস রাজা বিপদে পড়েছিলেন। আকাশে বজ্র গূঢ় ভাবে ছিল। দারায়ূস রাজা সেকন্দর শাকে নিতান্ত হীনবল মনে ক'রে সুখে নিদ্রা যাচ্ছিলেন, কিন্তু যখন সেই বজ্র তার মস্তকে পতিত হল, তখনই তার সুখনিদ্রা ভঙ্গ হল।

৩.২০ ২০ নং সংলাপ :

PORUS

What price too, think you, shall one have to pay
For swallowing this bait of shameful peace ?
A hundred different tribes can tell you, Sir.
How, grossly cheated, peace for them meant chains.
Be not deceived, his smiles are trecherous ;
His proferr'd friendship leads to slavery
For even ; no half-service will avail,
Submit to his bondage, or remain his foe.

পুরু। ভাল, তিনি যে এই সন্ধির প্রস্তাব ক'রে পাঠিয়েছেন, তার বিনিময়ে কি প্রত্যাশা কচ্চেন? আপনি সহস্র সহস্র দেশকে জিজ্ঞাসা করুন, যে এইরূপ কপট সন্ধি করে, তিনি সেই সকল দেশকে অবশেষে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ করেছিলেন কি না? তার সঙ্গে বন্ধুতা করাও যা, তার দাসত্ব স্বীকার করাও তা। সেকন্দর শা যেরূপ লোক, তার সহিত মধ্যবিৎ ব্যবহার চলতে পারে না। হয় তার ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হবে, নয় তার প্রকাশ্য শত্রু হতে হবে।

৩.২১ ২১ নং সংলাপ :

TAXILES

To turn from rashness is not cowardice;
A harmless homage may be all he claims.
With flattering words soothe this ambitious prince,
Till lust of conquest summon him elsewhere;
For like a mountain torrent he sweeps by,
And overwhelms all that arrests his course;

Gorged with the wrecks of many multitudes,
The roar of mighty waters fills the world.
What boots it to let surly pride provoke
His wrath ? With favorable welcome hail
His march, and waive those rights we may resume
Hereafter, nor refuse what costs us nought.

তক্ষশীল। মহারাজ ! এক দিকে যেমন কাপুরুষ হওয়া ভাল নয়, তেমনি আবার নিতান্ত দুঃসাহসিক হওয়াও বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নয়। কতকগুলি অসার স্তুতিবাদে যদি আমরা সেকন্দর শাকে সন্তুষ্ট করতে পারি, তাতে আমাদের ক্ষতি কি ? যে বন্যার প্রবল স্রোত গ্রাম পল্লী চূর্ণ ক'রে অপ্রতিহত বেগে মহা কোলাহলে চলেছে, তার গতি রোধ করা কি বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য ? তিনি শুদ্ধ গৌরব চান, তিনি তো আমাদের সিংহাসন চান না। তাঁর কীর্ত্তিধ্বজা একবার এখানে স্থাপিত হলেই তিনি অন্য দেশে চলে যাবেন। একবার তাঁকে বিজয়ী বলে স্বীকার কল্লেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন। যদি তিনি এরূপ অসার স্তুতিবাদে সন্তুষ্ট হন, তাতে আমাদের কি ক্ষতি আছে ?

৩.২২ ২২ নং সংলাপ :

PORUS

What costs us nought ! Dare you believe it, Sir ?
And shall I count as nothing honour lost ?
The coward's brand is far too dear a price
At which we may redeem over diadems !
But think you that a prince so bold and proud
Can pass this way and leave no trace behind ?
How many monarchs, wreck'd upon this reef,
Retain their titles but to please his pride !
Should we once crouch, his vassals, we should find
Our crowns no more sit firmly on our heads :
Should we displease him, from our nerveless hands
Would drop over sceptres at his slightest breath.
Say not, he marches on from land to land,
And leaves them as they were ; and knots he ties
Bind princes fast ; and ofttimes in the dust
He seeks fit instruments to govern slaves.

But such mean cares touch not my firm resolve,
Your interest alone inspires my words :
Porus declines to treat of terms of peace,
When Glory speaks no other voice he hears.

পুরু। কি ক্ষতি আছে বলেছেন মহারাজ? আপনি ক্ষত্রিয় হয়ে এ কথা অনায়াসে মুখ দিয়ে বল্‌তে পাল্লেন? হো! এখন বুঝলেম, ক্ষত্রিয়গণের পূর্ব্ববীর্য্য ক্রমেই লোপ হয়ে আসচে। ক্ষতি কি আছে বলছেন মহারাজ! আমাদের মান সম্ভ্রম যশ পৌরুষ সকলই যাচ্ছে; তথাপি এতে কিছু ক্ষতি নাই? যশোমান পৌরুষের বিনিময়ে যদি আমাদের শূন্য সিংহাসন আর এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণকে রক্ষা করতে হয়, তা হলে ধিক্ সে সিংহাসনকে, ধিক্ সে প্রাণকে, আর ধিক্ সেই কাপুরুষকে, যে এরূপ প্রস্তাবে কর্ণপাতও করে। আপনি কি মনে করেন, ঐ দুর্দ্দান্ত যবন প্রবল বন্যার ন্যায় মহাবেগে আমাদের দেশ দিয়ে চলে যাবে, অথচ তার চিহ্নমাত্রও পরে থাকবে না? সেই বন্যার প্রবল স্রোত আমাদের রাজ্য সকল কি চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে না? আচ্ছা মনে করুন মহারাজ! আপাতত মান, যশ, পৌরুষের বিনিময়ে আপনি আপনার সিংহাসনকে রক্ষা কর্‌তে পাল্লেন, কিন্তু আপনি কি মনে করেন, তা আপনি চিরকাল রক্ষা কত্তে পারবেন? বিজেতার অনুগ্রহের উপরই আপনার চিরকাল নির্ভর ক'রে থাকতে হবে, কিছু ত্রুটি—একটু ছল পেলেই সে নিশ্চয় আপনাকে সিংহাসনচ্যুত করবে। পৌরুষের কথা দূরে থাক, আপনি যদি শুদ্ধ নীচ স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি করেন, তাহলেও এরূপ প্রস্তাবে সম্মত হওয়া কর্ত্তব্য নয়। কেবল আপনার জন্যই আমার স্বার্থের কথা বলতে হ'ল, নচেৎ আমি মান মর্য্যাদা ও পৌরুষের অনুরোধ ভিন্ন আর কারও অনুরোধে কর্ণপাতও করি নে।

৩.২২.১ পুরুর বিক্রমই যেখানে নাটক আকারে প্রকাশ্য সেখানে আলেকজাণ্ডারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বঙ্গদেশীয় নাট্যকারের মনঃপুত হওয়ার কথা নয়। তাই ১৯নং সংলাপের আলেকজাণ্ডার-প্রশস্তি অনুবাদে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ও স্তিমিত রূপ নিয়েছে। অপর পক্ষে, পুরুর বীরত্বব্যঞ্জক বাণী স্বদেশী মঞ্চের এতই উপযুক্ত ছিল যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সুযোগ পেলেই তাকে মূলের অধিক মর্যাদা দান করে গুণে ও পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছেন। রাসিনের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যানুপ্রেরণার মূলগত অনৈক্য এইখানে। নাটকের প্রয়োজনে প্রতিনায়ক পুরুকে অতিরিক্ত তেজস্বী ও বীর্যবান রূপে চিত্রিত করার জন্য ইয়োরোপীয় পাঠক রাসিনের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। রাসিনকে নিজের

সাফাই হিসেবে প্রচার করতে হয় যে পরাভূত পুরুর বীরত্ব প্রকারান্তরে বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের শ্রেষ্ঠত্বকেই অধিকতর উজ্জ্বলতা দান করে। বাংলায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল পুরুকেই মহত্তর রূপে প্রতিষ্ঠিত করা। এই কারণে, আমরা, অনুবাদে ১৮নং ও ২২নং সংলাপের পক্ষবিস্তার লক্ষ্য করে বিস্মিত হই না।

৩.২৩ ২৩ নং সংলাপ :

TAXILES

I hear what Honour bids as well as you,
To save my country is what she commands.

তক্ষশীল। আমিও মহারাজ! সেই মর্য্যাদা রক্ষার জন্য এরূপ বাক্য বলচি; যাতে আমাদের রাজমর্য্যাদা রক্ষা হয়, যাতে আমাদের সিংহাসন হতে বিচ্যুত হতে না হয়, এই জন্যই আপনাকে সতর্ক হতে বল্‌চি।

৩.২৪ ২৪ নং সংলাপ :

PORUS

Save her and her honour too. This day forestall
Th' invader, let us march to meet his arms.

পুরু। যদি মর্য্যাদা রক্ষা করবার ইচ্ছা থাকে যদি সিংহাসন রক্ষা করবার ইচ্ছা থাকে, তাহলে চলুন, আর বিলম্ব না,—চলুন, আজই—আজই আমরা যবনদিগকে আক্রমণ করি। ঐ যবনরাজ আপনার ভগ্নীকে বলপূর্ব্বক আপনার প্রাসাদ হতে বন্দী ক'রে নিয়ে গিয়েছিল, তা কি আপনার স্মরণ নাই? সে অপমান কি আপনি সহ্য করবেন? এইরূপে কি আপনি রাজমর্য্যাদা রক্ষা করতে চান?

৩.২৪.১ পুরুর যবনবিদ্বেষী বাণী রচনায় জ্যোতিরন্দ্রনাথ যতটা উত্তেজিত ও অনুপ্রাণিত বোধ করেন তেমন অন্যত্র নয়। তাই এই সব স্থলে অনুবাদ প্রায়শঃ মূলের সীমানা অতিক্রম করে যায়।

৩.২৫ ২৫ নং সংলাপ :

TAXILES

Contempt and Rashness are unfaithful guides.

তক্ষশীল। আমার মতে মহারাজ : দুঃসাহসিকতা রাজমর্য্যাদা রক্ষণের অমোঘ উপায় নয়।

৩.২৬ ২৬ নং সংলাপ :

PORUS

Shame follows hard upon a timid soul.

পুরু। তবে কি কাপুরুষতা তাহার উপায়? আমার মতে মহারাজ! কাপুরুষতা ভীরুতা অতি লজ্জাকর, অতি গর্হিত, অতি জঘন্য— ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের একান্ত বিরুদ্ধ।

৩.২৭ ২৭ নং সংলাপ :

TAXILES

Kings who can save their subjects earn their love.

তক্ষশীল। মহারাজ! যে রাজা স্বীয় প্রজাগণকে যুদ্ধ-বিপদ হতে রক্ষা করেন, তিনি প্রজাগণের অত্যন্ত প্রিয় হন।

৩.২৮ ২৮ নং সংলাপ :

PORUS

But honour'd more when they know how to reign.

পুরু। মহারাজ! যে রাজা স্বীয় প্রজাগণকে বিদেশী রাজার আক্রমণ হতে রক্ষা করেন, তিনি প্রজাগণের অতীব পূজ্য হন।

৩.২৯ ২৯ নং সংলাপ :

TAXILES

Such counsel finds response from pride alone.

তক্ষশীল। এরূপ বাক্য গর্ব্বিত, উদ্ধত লোকেরই উপযুক্ত।

৩.৩০ ৩০ নং সংলাপ :

PORUS

Yet kings will heed it, ay, and queens, perchance.

পুরু। এরূপ বাক্য রাজগণের আদরণীয়, রাজকুমারীগণেরও আদরণীয়।

৩.৩১ ৩১ নং সংলাপ :

TAXILES

The queen has eyes, it seems, for none but you.

তক্ষশীল। সকল রাজকুমারী না হউক, রাজকুমারী ঐলবিলা তো আপনার বাক্যে আদর করবেনই।

৩.৩২ ৩২ নং সংলাপ :

PORUS

A slave she marks with anger and contempt.

পুরু। সত্য বটে, তিনি কাপুরুষের বাক্যে আদর করেন না।

৩.৩৩ ৩৩ নং সংলাপ :

TAXILES

But think you, Sir, 'tis love that would expose
Her people and herself along with you ?

Nay, tell yourself the naked truth, confess.
Your guiding light is Hatred and not Love.

তক্ষশীল। মহারাজ! প্রেমের কি এই রীতি? আপনি নির্দ্দয় হয়ে তার কোমল অঙ্গকে এই ভীষণ যুদ্ধ-বিপ্লবের মধ্যে কেন নিক্ষেপ কত্তে যাচ্চেন বলুন দেখি?

৩.৩৩.১ এর পরের এক জোড়া বাংলা সংলাপ রাসিনের মূল নাটকে নেই। এই পাঁচটি মৌলিক চরণে যে উদ্দীপনাপূর্ণ বাণী প্রচারিত হয়েছো তার সার হোলো: বীর্যবতী ঐলবিলার শরীরেও বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে।

৩.৩৪. ৩৪ নং সংলাপ:

PORUS

I readily own that righteous wrath
Makes me love war as much as you love peace,
That burning with a noble fire I go
To measure swords 'gainst Alexander's pride.
The praises of his valour vex my soul,
Which long has panted for this happy day.
Ere he was on my track my spirit rose
Resentful, and in secret hated him.
With keen impatience and fierce jealousy,
I thought his near approach too long delay'd,
And drew him hither with such warm desire
As made me wish myself on Persian Soil
To meet him sooner. Should he balk me now,
And seek to leave these regions, then would I
Dispute in arms his passage, and refuse
The peace he condescends to offer us.

পুরু। আপনি যেমন শান্তির জন্য উৎসুক হয়েছেন, আমি তেমনি যুদ্ধের জন্য লালায়িত। সেকেন্দর শাকে আমার বিক্রমের পরিচয় দেবার জন্যই আমি তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছি। যে দিন অবধি আমি তার কীর্তি-কলাপ শ্রবণ করেচি, সেই দিন থেকেই এই বাসনাটি আমার মনে চিরজাগরূক রয়েছে যে, তিনি একবার ভারতভূমে পদার্পণ করেন। সেই দিন অবধি আমার মন তাকে চিরশত্রু বলে

বরণ করেছে। এ দেশে আসতে তার যত বিলম্ব হচ্ছিল, আমার মন ততই অধীর হয়ে উঠছিল ; তিনি যখন পারস্য দেশ জয় কত্তে এলেন, তখন আমার এই ইচ্ছা হচ্ছিল যে, যদি আমি পারস্যের রাজা হতেম, তা হলে আমার কি সৌভাগ্য হ'ত। আমি তাহলে তার সঙ্গে যুদ্ধ করবার অবসর পেতেম। এত দিনের পর তিনি ভারতভূমে পদার্পণ করেছেন। এখন আমার মনের আশা পূর্ণ হবে। বলেন কি মহারাজ! আমি কি এমন সুন্দর অবসর পেয়ে ছেড়ে দেব? তার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে কি আমার বহুদিনের অভিলাষ পূর্ণ করব না? দেখি দেখি তিনি কেমন আমাকে যুদ্ধ না দিয়ে, আমাদের দেশ হতে চ'লে যেতে পারেন?—এই নিষ্কোসিত তরবারিই তার গতি রোধ করবে।

৩.৩৫ ৩৫ নং সংলাপ :

TAXILES

So high a spirit and so firm a heart
Augur a glorious place in History's page ;
And should you sink beneath the bold attempt,
Your fall at least will this the world resound.
Farewell. The queen draws near. Display that zeal,
That pride which makes your merit in her eyes.
My presence would disturb your interview,
And my faint-hearted prudence raise a blush.

তক্ষশীল। মহারাজ! আমি স্বীকার কচ্চি যে, এরূপ উৎসাহ, এরূপ তেজ, ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত বটে ; কিন্তু এ নিশ্চয় যে, আপনি সেকন্দর শার নিকট পরাভূত হবেন। এই যে রাণী ঐলবিলা এই দিকে আস্‌ছেন ; আপনি ওঁর নিকটে এখন মনের সাধে আপনার বিক্রমের শ্লাঘা করুন। আপনি বসুন, আমি চল্লেম, আপনাদের সুখকর ও তেজস্কর বাক্যালাপের সময় আমি আপনাদিগকে বিরক্ত করতে চাই না। আমার মতন কাপুরুষ এখানে থাকলে আপনারা লজ্জিত হবেন।

[তক্ষশীলের প্রস্থান]

৩.৩৬ ৩৬ নং সংলাপ :

AXIANA

What ! Taxiles avoids me ! Why is this ?—

ঐলবিলা। কি! রাজা তক্ষশীল আমাকে দেখে পালিয়ে গেলেন?—

৩.৩৭ ৩৭ নং সংলাপ :

PORUS

Ah, he does well to hide from you his shame :
No longer daring to encounter risk,
How could he bear to look you in the face ?
But let us leave him, madam, to his choice ;
He and his sister go to pay their vows
To Alexander. Let us leave a camp
Where Taxiles, with incense in his hand,
Awaits his sovereign.

পুরু। তিনি লজ্জায় আপনার নিকট মুখ দেখাতে পাল্লেন না। তিনি যখন এই যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হচ্চেন, তখন কি সাহসে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করবেন? রাজকুমারি! তাঁকে আর কেন? তাঁকে ছেড়ে দিন, তিনি তাঁর ভগ্নীর সঙ্গে সেকন্দরশার পূজা করুন। আসুন আমরা, এই অস্পৃশ্য শিবির হতে নির্গত হই ; এখানে তক্ষশীল পূজার উপাচার হস্তে লয়ে যবনরাজের আরাধনার জন্য প্রতীক্ষা কচ্চেন।

৩.৩৮ ৩৮ নং সংলাপ :

AXIANA

But what says he, Sir ?

ঐলবিলা। সে কি মহারাজ ?

৩.৩৯ ৩৯ নং সংলাপ :

PORUS

Betrays too much. Already does this slave
Boast of bondage he would have me share.

পুরু। ঐ ক্রীতদাস এর মধ্যেই ওর প্রভুর গুণগান কত্তে আরম্ভ করেছে। আরও ও চায় যে, আমিও ওর ন্যায় যবনের দাসত্ব স্বীকার করি।

৩.৩৯.১ পরবর্তী বাংলা সংলাপের প্রথম চার পাঁচ লাইন মৌলিক। যে চিন্তা ঐলবিলা পরেও ব্যক্ত করেছে এই অংশে তারই পূর্বাভাস। না লিখলেও ক্ষতি ছিল না।

৩.৪০ ৪০ নং সংলাপ ঃ

ARRIANA

Be not so passionate, and let me try
To stop him. Tho' discouraged, his warm sighs
Assure me of his love. Howe'er that be,
Let me try speech with him again, nor force
That purpose into action by our scorn
Which hardly can be fix'd.

ঐলবিলা। .....যাই হোক, এতে একেবারে অধীর হওয়া আমাদের উচিৎ হচ্চে না। দেখুন, আমি ওকে আবার ফিরিয়ে আন্‌ছি। ওর সঙ্গে একবার আমার কথা কয়ে দেখতে হবে। এখন যদি ওর প্রতি আমরা নিতান্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করি, তা হলে অমাদের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন কত্তে একপ্রকারে বাধ্য করা হবে। মিষ্ট বচনে বোধ করি, এখনো ফেরান যেতে পারে।

৩.৪১ ৪১ নং সংলাপ ঃ

PORUS

What ! Doubt you that ?
And will you trust a faithless lover's heart
Who to a tyrant means, this very day,
To give you up, thinking therby to win
Your hand from him ? Well, if you will, assist
Your own betrayal. He may seize the prize
I deem'd my own, but still if shall be mine

To fight and die for you ; this glory mocks
His jealous efforts.

পুরু। রাজকুমারি! আপনি কি এখনও ওর অভিসন্ধি বুঝতে পারেন নি? আমার বেশ বোধ হচ্চে, ঐ কপট নরাধম মনে মনে এই স্থির করেছে যে, সে বিশ্বাস-ঘাতক হয়ে আপনাকে যবনরাজের হস্তে সমর্পণ করবে, ও পরে তার সাহায্যে বলপূর্ব্বক আপনার পাণিগ্রহণ করবে। আপনার ইচ্ছা হয় তো আপনার ফাঁদ আপনি প্রস্তুত করুন। সে নরাধম আপনার প্রেম হ'তে আমাকে বঞ্চিত করলেও করতে পারে, কিন্তু সে সহস্র চেষ্টা করলেও, স্বাধীনতার জন্য, মাতৃভূমির জন্য, সংগ্রামে প্রাণ দিতে আমাকে কিছুতেই নিবারণ কত্তে পারবে না।

৩.৩৯.১ উপরোক্ত বাংলা সংলাপের শেষাংশে প্রেমভাবের চেয়ে স্বদেশী ভাবই বেশী প্রকট। এরূপ হবার কারণ রাসিনের পোরাস প্রেমমুগ্ধ পুরুষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরু রণলিপ্সু বীর। রাসিনের পোরাস স্বদেশপ্রেমিক হয়েও প্রণয়াস্পদের হৃদয়াধিকারের জন্য ব্যাকুল হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরু কেবলমাত্র দেশোদ্ধারের জন্য বীরত্ব প্রকাশ করে। শুধু পোরাস নয়, রাসিনের একসিয়ানাও মুখ্যতঃ প্রণয়িনী, গৌণতঃ স্বদেশপ্রেমিকা। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের ঐলবিলা বিক্রমের বাণী-প্রচারে পুরুর মত অনর্গল না হলেও, পুরুর মতই অবলীলাক্রমে প্রেমবিহ্বলতা দমন করে দেশোদ্ধারে ব্রতী হতে জানে এবং যথাস্থানে উপযুক্ত বচনবিন্যাস দ্বারা প্রেমিকের দেশাত্মবোধকে উস্কে দিতে ভুলে যায় না। বাঙালী নাট্যকার যে উদ্দেশ্য নিয়ে 'পুরু-বিক্রম' রচনা করেন তা রাসিন থেকে স্বতন্ত্র ছিল বলেই অনুবাদে মূলের চরিত্র সমূহ এক সুনির্দিষ্ট পরিবর্তনের অধীন হয়। পরবর্তী দু'টি সংলাপে ঐলবিলা ও পুরু স্পষ্টতই মূলের সুতীব্র প্রেমাবেগকে সম্পূর্ণ বিপরীতার্থক প্রজ্জ্বলন্ত দেশপ্রেমে পরিণত করেছে। মূলের কাব্যময় ভাষার সূক্ষ্ম কারুকার্য প্রেমমগ্ন চেতনার যে মনোমুগ্ধকর লীলাকে উন্মোচিত করে, অনুবাদের গদ্যময় কথোপ-কথনের যবনধ্বংসী নিনাদের মধ্যে তার মর্যাদা অধিকাংশ স্থলে রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। মূলের প্রণয়াবেগ অনুবাদে রণনির্দেশ; মূলের প্রেমাভিমান অনুবাদে সমরে আহ্বান। এই অসংগতির চূড়ান্ত নিদর্শন ৪২, ৪৩ এবং ৪৪নং সংলাপের বাংলা রূপান্তর।

৩.৪০ ৪০ নং সংলাপ।

AXIANA

Think you then, my love
Shall be the meed of insolence so base,
And that my heart, submitting to his sway,
Could e'er consent to be deposed of thus ?
Can you impute such crime without a blush ?
When have I shown him partiality ?
Were I to choose 'tween Taxiles and you,
How can you think that I could hesitate ?
Know I not well how his unstable soul
Is sway'd alternately by love and fear ?
And were it not for me, his timid heart
Would soon be vanquish'd by his sister's wiles
Made Alexander's captive, as you know,
She afterwards return'd to Taxiles ;
But soon I found she meant to fasten him
In the same trap which had ensnared her heart.

ঐলবিলা। রাজকুমার! আপনি কি মনে করেন, তার এই জঘন্য আচরণের পুরস্কারস্বরূপ আমি তাকে আমার হৃদয় প্রদান করব? আর যাই হউক, আপনি এ বেশ জানবেন, আমি কাপুরুষের পাণিগ্রহণ কখনই করব না। (চিন্তা করিয়া) আমার বেশ বোধ হচ্চে, তার ভগিনীর পরামর্শেই তার মন বিচলিত হয়ে গেছে। আমি যদি মধ্যে না থাকি, তা হলে নিশ্চয় সে তার কুমন্ত্রণায় ভুলে যাবে। আমি শুনেছি, তার ভগিনীকে সেকেন্দর শা বন্দী করে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে সম্প্রতি সে ফিরে এসেছে ও দূত দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে প্রেমালাপ চল্‌চে।

৩.৪১ ৪১ নং সংলাপ।

PORUS

And can you live beside her after that ?
Why not abandon her to guilt and crime ?
Why be so anxious now to spare a prince—

পুরু। এ সব জেনেও কেন আপনি তবে এত যত্ন করে সেই কাপুরুষকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছেন?

৩.৪২. ৪২ নং সংলাপ।

AXIANA

For your sake I would win him. Shall I see
You overwhelm'd with care for our defence,
And left alone t' attack so strong a foe ?
I would have Taxiles combine his arms
With yours, in spite of all his sister's plots.
Would that your zeal could spare some thought for me !
But such considerations are too mean
To move you. So that you may nobly fall,
You little care what follows, nor provide
Refuge for me from Alexander's wrath,
Or from your rival's love, who, treating me
Soon as his humble captive, will demand
My heart and hand as purchased by your blood.
Well, go, my lord, fulfil your eager wish,
Think only of the conflict, and forget
To guard your life, forget how heav'n had smooth'd
The way that might have led to happiness.
It may be Axiana in her turn
Was well disposed to go,
But nay, depart
To lead your army, we have talked too long,
And you are weary of detainment here.

ঐলবিলা। তাকে যে আমি চাচ্ছি মহারাজ! সেও কেবল আপনার জন্য। আপনি একাকী সহায়বিহীন হয়ে কি ক'রে সেই পৃথ্বী-বিজয়ী যবনরাজের অসংখ্য সৈন্যের সঙ্গে সংগ্রাম করবেন? তক্ষশীল আপনার সঙ্গে যোগ দিলে আপনার সৈন্যদলের অনেক বৃদ্ধি। সংগ্রামে শুধু প্রাণ দিলেই তো হয় না, জয়লাভের প্রতিও দৃষ্টি রাখা চাই। আমি জানি, আপনি রণভূমে অনায়াসে প্রাণ বিসর্জ্জন কত্তে পারেন। কিন্তু তা হলেই কি যথেষ্ট হ'ল? যুদ্ধে জয়লাভ না হ'লে, আমাদের দেশে কি দুর্গতি হবে, তা কি আপনি ভাবচেন না? যদি মহারাজ রণস্থলে শুধু অন্ধ

বীরত্ব প্রকাশ ক'রে আপনার গৌরব লাভ করবার ইচ্ছা থাকে, তাহলে আর অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত করবার আবশ্যক নাই, যান আপনি সেই গৌরব অর্জ্জনে এখনি প্রবৃত্ত হউন, আমি বিদায় হই, আর আমি আপনাকে ত্যক্ত করব না। (যাইতে উদ্যত)—

৩.৪৩ ৪৩ নং সংলাপ :

PORUS

Stay, Madam ! see how earnest is my flame :
Order my life, and make my soul your own ;
Glory, I own it, has much influence there,
But what can charms so matchless not perform ?
I will forget what plans we form'd to join
Our forces to risk all against the foe ;
That Porus deem'd it happiness supreme
Alone to triumph in rival's eyes.
I say no more. Proclaim your sovereign will
And Fame and Hatred both shall bow to you.

পুরু। (আগ্রহের সহিত) রাজকুমারি ! যাবেন না, আমার কথা শুনুন, আমাকে ওরূপ নীচাশয় মনে করবেন না। আমি যদি দেশকেই উদ্ধার করতে না পারলেম, তা হলে শুধু অন্ধ বীরত্ব প্রকাশ ক'রে আমার কি গৌরব হবে ? রাজকুমারি ! আমি সে গৌরবের আকাঙ্ক্ষী নই। কিন্তু আমি এই কথা বলচি যে, যদি আর কেহই আমার সহায় না হয়, সকলেই যদি আমাকে পরিত্যাগ করে, তথাপি স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য একাকীই আমি ঐ অসংখ্য যবন সৈন্যের সহিত সংগ্রাম করব। এতে যদি প্রাণ যায়, তাও স্বীকার, তবু যবনেরা এ কথা যেন না বলতে পারে, যে, তারা ভারতবাসিগণকে মেষের ন্যায় অনায়াসে বশীভূত কত্তে পেরেছে।

৩.৪৪ ৪৪ নং সংলাপ :

AXIANA

Fear nought ; the heart which will so well obey
Is not in hands that can betray their trust :

Its glory is too much my care to wish
To stop a hero bent on victory.
Hasten your steps to meet the enemy,
But do not part yourself from your allies :
Control them gently ; and with tranquil mind
Leave me to try my skill on Taxiles ;
Let milder sentiments tow'rds him prevail,
I undertake to make him fight for you.

ঐলবিলা। কি? ভারতবাসিগণ অনায়াসে মেষের ন্যায় যবনের অধীনতা স্বীকার করবে? যদি কেহই আমাদের সহায় না হয়, তাই ব'লে কি আমরা যুদ্ধ হতে ক্ষান্ত হব? তা কখনই নয়! ক্ষত্রিয় হয়ে কেউ কখনও কি এ কথা বল্‌তে পারে? আমার বলবার অভিপ্রায় এই যে, যতদূর সাধ্য সহায় বল অর্জ্জনে আমাদের চেষ্টার যেন ত্রুটি না হয়। গৌরবের অনুসরণ হতে আপনাকে বিমুখ করতে আমার ইচ্ছা নয়, বরং যাতে আপনার গৌরব বৃদ্ধি হয়, তাই আমার মনোগত ইচ্ছা। যান, মহারাজ! আপনার বাহুবলে যবনরাজের দর্প চূর্ণ করে দিন, কিন্তু সহায় বল অর্জ্জনে কিছুতেই বিরত হবেন না। সহায় সম্পন্ন না হলে যুদ্ধ যে নিষ্ফল হবে। এখন মহারাজ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি রাজা তক্ষশীলের সহিত সাক্ষাৎ করে একবার দেখি, তাকে কোন রকম করে ফেরাতে পারি কি না। এ আপনি নিশ্চই জানবেন যে, কোনো কাপুরুষকে আমার হৃদয় কখনই সমর্পণ করব না।

৩'৪৫ ৪৫ নং সংলাপ :

PORUS

Well, go then, Madam, I consent with joy :
And let us see Hephaestion since we must
But without losing hope of following close,
I wait Hephaestion—then the battlefield.

পুরু। রাজকুমারি! আমার এতে কোন আপত্তি নেই। আপনি একবার চেষ্টা করে দেখুন, আমি এখন চল্লেম ; যবনদূত আমার প্রতীক্ষা কচ্চেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেই আমরা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হব।

[উভয়ের প্রস্থান]

এইখানেই প্রথম অংকের শেষ। মূলেও, অনুবাদেও।

৪.১ রাসিনের দ্বিতীয় অঙ্ক তিরিশটি সংলাপে গঠিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দ্বিতীয় অঙ্কে এর আটাশটি মূলের ক্রমানুসারে পরপর অনুসৃত। মূলের ২৯ এবং ৩০ নং সংলাপ অনুবাদের ২৭ ও ২৮ নং সংলাপের ভাবের সঙ্গে মিশ্রিত করা হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই অঙ্কে সর্বমোট ২৪ লাইনের ৯টি সংলাপ আছে যা মূলে নেই। এগুলো মূলতঃ উত্তেজিত ক্ষুদ্র রাজকুমারদের স্বাদেশিকতা-প্রকাশক, বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে সৌজন্যবিনিময়-সূচক এবং বিশিষ্ট ভাবসমূহের পুনরাবৃত্তিমূলক। সবগুলোই অহেতুক। হয় অনাটকীয়, নয় অতিনাটকীয়। অন্যান্য সংলাপের অন্তরস্থ রদবদলও প্রথম অংকের রীত্যানুসারী।

৪.২. ১—৭ নং সংলাপ ক্লিওফিলা ও এফিস্টিয়নের মধ্যে। বিষয়ঃ প্রণয়। বিশ্বজয়ী আলেকজাণ্ডারের অতৃপ্ত প্রেমতৃষ্ণা নিবারণের জন্য দৌত্যকর্মে নিযুক্ত সেনাপতি এফিস্টিয়ন কাতর মিনতি জানায় ক্লিওফিলাকে, যে ক্লিওফিলা অন্তরে বিদেশী বীরের নিকট আত্মবিক্রীত হয়েও চিরন্তন প্রণয়িনীর শঙ্কা ও সংশয় থেকে মুক্ত নয়। ক্লিওফিলার ভয় আলেকজাণ্ডারের জন্য, ভয় তক্ষশীলের জন্য, ভয় আলেকজাণ্ডারের প্রেমের গভীরতা ও স্থায়িত্ব নিশ্চিন্ত-রূপে পরিমাপ করতে না পারার জন্য। রাসিনের কলামণ্ডিত সংলাপ এই দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ হৃদয়োচ্ছ্বাসের বর্ণাঢ্য কবিতা। তুলনায় অনুবাদের গদ্য-সংলাপ অতিশয় সরল, নিষ্প্রভ ও নিরুত্তাপ। সঙ্কীর্ণ অর্থে তা মঞ্চে কার্যোপযোগী বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু কোন মতেই তা আত্মার উন্মোচক নয়।

৪.৩ ৮-২৪ নং সংলাপের অনুবাদে যুদ্ধ, বীরত্ব ও জাতিবৈর ভাবের সংবাদ পদে পদে প্রাধান্য লাভ করেছে। মূলের আলেকজাণ্ডার-প্রশস্তি নির্মমভাবে সংক্ষেপিত, ট্যাক্‌সিলেসের মনের দ্বন্দ্ব ও বিকার সহানুভূতিহীন ভাবে সরলীকৃত। পুরুর ক্ষাত্রতেজ ও যবনদ্বেষের সরোষ হুংকারে মূলের কাঠামো বার বার বিপর্যস্ত। রাসিনে বীররস ছিল প্রেমসমন্বিত ব্যক্তিত্বের ঐশ্বর্যসঞ্চারী অলঙ্কার। অনুবাদে বীরপনা প্রেমাকাঙ্ক্ষার শ্বাসরোধকারী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথে হৃদয় রণক্ষেত্রে এবং প্রণয় হিন্দুত্বে পরিণত হয়েছে। 'মেলা'র পুতুল যে কোনক্রমেই বীররসের উপযুক্ত বাহন হয়ে উঠতে পারে নি, সে সত্য সেকালের বঙ্কিম থেকে শুরু করে একালের সুকুমার সেন পর্যন্ত সকলেই লক্ষ্য করেছেন।

৪.৪ গৌরব অর্জনের স্পৃহা, কর্তব্যপালনের বিবেক, দেশরক্ষার সংকল্প, জীবনের বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে প্রণয়াসক্ত বীর ও বীরাঙ্গনার চেতনায় যে বিক্ষোভ ও আলোড়ন সৃষ্টি করে, তার গরলামৃত ব্যক্ত করতে রাসিন সিদ্ধহস্ত। দৃষ্টান্ত, দ্বিতীয় অংকের পোরাস-অ্যাকসিয়ানার ২৫-৩০ নং সংলাপ। অনুবাদে এর মর্ম সংক্ষেপিত, স্থূলীকৃত এবং অংশতঃ পরিবর্তিত।

৫.১ অনুবাদকের সঙ্কট অঙ্ক থেকে অঙ্কে গভীরতর হয়েছে এবং মূল নাটকের অন্তর্নিহিত হৃদয়ধর্মী বাণীর সঙ্গে অনুবাদকের প্রচারধর্মী উদ্যেশ্যের বিরোধও স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। তৃতীয় অঙ্কের প্রবলতর ঘটনাপ্রবাহ একদিকে যেমন অনুবাদকের কল্পনাকে কঠিনতর নিগড়ে বাঁধতে চেষ্টা করে, তেমনি অপর দিকে তাঁর উদ্দেশ্যপ্রচারের ব্যাকুলতাকে তীব্রতর করে তোলে। এই শেষোক্ত ব্যগ্রতার ফলস্বরূপ এই অঙ্কে এমন কয়েকটি মৌলিক সংযোজন লক্ষ্য করি যা সম্পূর্ণরূপে মূল নাটকের মর্মবিরোধী।

৫.২ পুরুবিক্রমের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক মৌলিক। লড়াইয়ের ময়দানে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে নাংগা তলোয়ার ঘুরিয়ে পুরু উচ্চকণ্ঠে বিক্রম প্রকাশ করে। এই ভাবের বাহন যে গান, তার ধুয়া হল :

যবনের রক্তে ধরা হোক প্লবমান
যবনের রক্তে নদী হোক বহমান,
যবন-শোণিত-বৃষ্টি করুক বিমান,
ভারতের ক্ষেত্র তাহে হোক ফলবান।··· ···
মরণ-শরণ কিম্বা যবন-নিধন
যবন-নিধন কিম্বা মরণ-শরণ
শরীর-পতন কিম্বা বিজয়-সাধন।

ঘটনা হিসাবে দেখান হয় যে, সেকন্দর শা বীরত্ব বা সাহসিকতার দ্বারা নয়, 'শৃগালের ধূর্ততা অবলম্বন' করে পুরুর সৈন্যদল বিনষ্ট করে। হীনবল পুরু তবু হতোদ্যম হয় না, সে সেকান্দর শাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে। ক্ষত্রিয়বীর যবনবীরের 'গ্রীবাদেশ ধারণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে অসি বিদ্ধ করিতে উদ্যত' হলে এক যবন সেনা পশ্চাৎদেশ থেকে লাফিয়ে পড়ে পুরুকে অস্ত্রাঘাতে ধরাশায়ী করে। অবশ্য সে অবস্থায়ও যবন সেনা পুরুকে বন্দী করতে সমর্থ হয় নি।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের এই সকল সংবাদ মূল নাটক বা ইতিহাসে নেই। সবই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কল্পনা।

৫.৩. দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের 'অম্বালিকার প্রবেশ' থেকে আবার মূলানুসরন। মূলের ৩৮ টি সংলাপ প্রায় পর পর মূলের ক্রমানুসারে দেশীয় পরিবেশে হুবহু বঙ্গভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। সংক্ষেপিত হয়েছে বীর্যবান প্রেমিক আলেক-জাণ্ডারের চরিত্র-গৌরব-বর্দ্ধক অংশগুলো, সম্প্রসারিত হয়েছে পুরুর বীরত্ব-বর্ণনা। যবনবিদ্বেষ ও ক্ষাত্রতেজ-উদ্দীপক বাক্যসমূহ সবই সংযোজন।

৫.৪. দুটো ঘটনা নতুন। এক, ঐলবিলা কর্তৃক পুরুর নিকট প্রণয়পত্র প্রেরণ। দুই, ঐলবিলার বিরুদ্ধে পুরুর মনে সন্দেহের বীজ রোপনের জন্য অম্বালিকার ষড়যন্ত্র। তক্ষশীলকে প্রেম নিবেদন করে ঐলবিলার নামে অম্বালিকা এক পত্র রচনা করে এবং দূতকে লিখিয়ে দেয় সে যেন ভুল করে সে পত্র পুরুকে পৌঁছে দেয়। নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূলে কাহিনীতে পুরু-প্রাধান্য বিস্তারের জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই অতিরিক্ত জটিলতার আমদানী করেন। রাসিনের নাট্যকাহিনীর ক্লাসিকাল পারিপাট্য, পরিমিতি ও সংহতি এই ভাবে বিনষ্ট হল।

৫.৫. এই অঙ্কের সংযোজন ও পরিবর্তনের সাধারণ নিয়ম নিম্নোক্ত দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করলে সহজে বোঝা যাবে।

৫.৬ মূলের ৬ নং সংলাপে : ক্লিওফিলা এ্যাকসিয়ানাকে বলছে,

CLEOPHILA

Happy Porus ! How
The shortest absence from him tries you sore
With such impatience that you needs must search
The field of battle to discover him !

অম্বালিকা। পুরুরাজের কি সৌভাগ্য ! তাঁর ক্ষণমাত্র অদর্শনে আপনার মন দেখছি, একেবারে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আপনি যেরূপ উদ্বিগ্ন হয়েছেন, তাতে বোধ হয়, যেন তাঁকে দেখবার জন্য আপনি রণক্ষেত্র পর্য্যন্ত দৌড়ে যেতে পারেন।

৭ নং সংলাপ :

AXIANA

I would do more ; yea, even to the tomb
Would follow him with ardour and with pride,
Lose all my realms, and see with eyes unmoved
The victor pay therewith Cleophila
For entrance to her heart !

ঐলবিলা। রণক্ষেত্র কি ? তাঁকে দেখবার জন্য আমি যমপুরী পর্য্যন্ত যেতে পারি। আর বোধ হয় রাজকুমারী অম্বালিকাও সেকন্দর শার জন্য মাতৃভূমি পর্য্যন্ত ত্যাগ করতে পারেন।

লক্ষণীয় যে অনুবাদের দ্বিতীয় বাক্যটির ভাব সামান্য পরিবর্তিত।

৮ নং সংলাপ :

CLEOPHILA

You need not go,
If you seek Porus. Soon will he be brought
Hither a captive. Let us guard for him
So fair a conquest that his love has made.

অম্বালিকা। (রুষ্ট হইয়া) আপনি এ বেশ জানবেন, বিজয়ী সেকন্দর শাকে আমার প্রণয়ী বলে স্বীকার করতে আমি কিছুমাত্র লজ্জিত নই। আপনি কি মনে কচ্চেন, ও কথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন ?

৮ নং সংলাপে পুরুর আশু পরাজয়ের সংবাদ শ্লেষের সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে বলে অনুবাদক এটা পুরোপুরি পাল্টে দিলেন। অবশ্য তিনি পুরুর পরাজয় বৃত্তান্ত নিজের ইচ্ছানুযায়ী গঠন করে নেন।

৯ নং সংলাপ :

AXIANA

Already does your heart in triumph fly
To Alexander, and his victory hail.
But, trusting to the flattering hopes of love,
Your boasts may prove a little premature ;
You press your eager wishes somewhat far,
And count too soon upon your heart's desire.
Yes—

ঐলবিলা। লজ্জাহীন না হলে কি কোন হিন্দু মহিলা যবনের প্রেমাকাঙ্ক্ষা করে? সে যা হোক, আপনি যে এর মধ্যেই সেকন্দর শাকে বিজয়ী বলে সম্বোধন কচ্চেন, তার মানে কি? কে জয়ী, কে পরাজয়ী, এখনও তার কিছুই স্থিরতা নেই।

এই অনুবাদের প্রথম বাক্যটি মৌলিক। প্রচার-প্রবৃত্তি থেকে এর জন্ম। বাকী ভাবটুকু মূলের।

১০ নং সংলাপ :

CLEOPHILA

Now my brother comes and we shall learn
Whose the mistake has been.

অম্বালিকা। অত কথায় কাজ কি? এই যে আমার ভাই এখানে আসছেন, ওঁর কাছ থেকেই সব শুনতে পাওয়া যাবে এখন।.....

৬.১ রাসিনের চতুর্থ অঙ্কে সংলাপের সংখ্যা ২৭, জ্যোতিরিন্দ্রনাথে ২৫। অনুবাদের ৮নং ও ৯নং সংলাপ যথাক্রমে মূলের ১০নং ও ১১নং সংলাপের ভাব অংশতঃ শোষণ করে নিয়েছে। যদিও অনুবাদক অধিকাংশ স্থলে মূলের সংলাপ হ্রস্বীকৃত করেন তথাপি আধুনিক নাট্যরীতির বিচারে সেগুলো মাত্রাতিরিক্ত দীর্ঘ বিবেচিত হবে। এই অঙ্কের সংলাপে হৃদয়ের প্রেমভাব বিনিময়ের পরিমাণ বেশী বলেই অনুবাদক অনুশোচনাহীনভাবে তার ওপর কাঁচি চালিয়েছেন।

৬.২ উল্লেখযোগ্য সংযোজন ৫নং সংলাপের শেষাংশে সেকন্দর শা কর্তৃক পুরুবিজয়ের বর্ণনায় নিজের সৈন্যবাহিনীর হীন আচরণের স্বীকারোক্তি। তাছাড়া যবন-বিদ্বেষ ইচ্ছানুযায়ী সংলাপের নানা স্তরে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। যেমন,

১৫ নং সংলাপ ঃ

TAXILES

Madam, only prove
What pow'r so sweet a hope has o'er my heart.
What must I do ?

তক্ষশীল। আমাকে আর গঞ্জনা দেবেন না। আমার প্রতি অত নির্দয় হবেন না, আমাকে যা আপনি কত্তে বলবেন, তাই আমি কচ্চি। আমি আপনারই আজ্ঞানুবর্ত্তী দাস।

১৬ নং সংলাপ ঃ

AXIANA

He who would win my love
Must be in love with glory, as am I,
Interpret vows into fine feats of arms,
And hate, as I do, Alexander's name ;
Into the midst of terrors he must march
Fearless ; must fight and conquer, or be slain.
Compare yourself with Porus, and decide
Which of the two is worthier of me.
Yes, Sir, my heart, that seem'd to be in doubt,
Knew well the difference between a King
And a base slave. I loved him, and I love.
Since jealous Fate forbids him to enjoy
The sweet confession, I have chosen you
As witness. Ever shall my tears revive

His memory, and you shall see me place
My only pleasure left in telling you
Of him.

অম্বালিকা। আমাকে সন্তুষ্ট করবার যদি আপনার ইচ্ছা থাকে, তাহলে আমি যেরূপ যবনরাজকে ঘৃণা করি, আপনিও তেমনি তাঁকে ঘৃণা করুন। যবন-সৈন্যদের বিরুদ্ধে এখনি যাত্রা করুন। যবন-শোণিতে ভারতভূমি প্লাবিত করুন,—মাতৃভূমিকে উদ্ধার করুন,—জয়লাভ করুন,—রণক্ষেত্রে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করুন।

১৭ নং সংলাপ :

TAXILES

In vain my ardour seeks to warm
A soul as cold as ice. Porus has set
His deathless image there. Should I confront
Grim Death to please, you, I should please you not,
Unless I perish'd, nor can—

তক্ষশীল। রাজকুমারি, এত করেও কি আপনার হৃদয়লাভ কত্তে সমর্থ হব?

১৮ নং সংলাপ :

AXIANA

My esteem
May be regain'd ; wash out in foemen's blood
Your crime. Lo ! Fortune smiles. the hero's Shade
Gathers his scatter'd troops beneath his flag,
And seems the only pow'r that can arrest
Their flight ; yours too, ashamed of your commands
Wear on their brows wrath and repentance writ
For all to read. Add fuel to the fire
Which now consumes them, and to us restore
Our Freedom, that begins to breathe again,
Be the defender of your throne and mine,
And let not Porus wait to find an heir.

You answer nothing. By your face I see
You lack the courage for a so grand a scheme ;
Th' example of a hero calls in vain ;
You hug your chains. Leave me, and live a slave !

ঐলবিলা। আমি এই পর্য্যন্ত বলতে পারি, তা হলে আমার নিকট আপনি ঘৃণাস্পদ হবেন না। দেখুন, পুরুরাজ নেই, তাঁর সৈন্যগণের উৎসাহ কমে নি ; এমন কি আপনার সৈন্যগণও যবন-বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসুক হয়েছে। আপনি তাদের যুদ্ধে নিয়ে যান, তাদিগকে উৎসাহ প্রদান করুন,—পুরুরাজের স্থলাভিষিক্ত হউন, —দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন,—ক্ষত্রিয়কুলের নাম রাখুন।—কি !—চুপ ক'রে রয়েছেন যে ? আপনার কাছে তবে কি আমি এতক্ষণ বৃথা বাক্যব্যয় করলাম ? যান— তবে আপনি দাসত্ব করুন গে,—আপনার প্রভুর পদসেবা করুন গে,—এখানে কেন আমাকে ত্যক্ত কত্তে এসেছেন ?

১৯ নং সংলাপ :

TAXILES

This is too much ! Madam, do you forget,
That if you force me to it, I may use
The Master's tone, provoked by your contempt
Beyond endurance. ... ...

তক্ষশীল। আপনি জানেন,—আপনি এখন আমার হাতে আছেন ?

২০ নং সংলাপ :

AXIANA

Yes, I know it well.
I am your prisoner,, and you fain would make
My wishes captive too, till to your sighs
My heart responds. ... ...

ঐলবিলা। আমি জানি, আপনি আমার শরীরকে বন্দী করেছেন ; কিন্তু আমার হৃদয়কে আপনি কখনই বন্দী করতে পারবেন না।... ...

৭.১ পঞ্চম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক উদ্ভাবিত। কপটালেখ্য প্রেরণ করে পুরুর হৃদয়ে ঈর্ষাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার যে পরিকল্পনা-বীজ ৩য় অঙ্কের ২য় দৃশ্যে বপন করা হয় এই গর্ভাঙ্কে তা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হল। পুরু যবনসেনার হস্তে অন্যায় সমরে আহত হয়ে শয্যাগ্রহণ করে আছেন, তখন অম্বালিকা প্রেরিত নকল পত্র লাভ করে হৃদয়ে কঠিনতর আঘাত পেলেন। আর্তনাদ করে উঠলেন,

> হা! কেন আমি বেঁচে উঠলেম? রণক্ষেত্রেই কেন আমার প্রাণ বহির্গত হলো না? আমার সৈন্যগণ বিনষ্ট হ'ল—যে—জন্মভূমি স্বাধীনতা হারালেম,—আমি রাজসিংহাসন হ'তে পরিভ্রষ্ট হলেম, অবশেষে আমার প্রেমের প্রস্রবনও কি শুষ্ক হয়ে গেল!—কিন্তু কেন আমি স্ত্রীলোকের মত বৃথা বিলাপ কচ্চি? হৃদয়! বীরপুরুষোচিত ধৈর্য্য অবলম্বন কর, সেই মায়াবিনী, কুহকিনী, ভুজঙ্গিনীকে জন্মের মত বিস্মৃত হও।

ঠিক এই সময়ে হেফেস্টিয়ণ সসৈন্যে প্রবেশ ক'রে পুরুকে বন্দী করতে চেষ্টা করে এবং পুনর্বার ব্যর্থ হয়। এই গর্ভাঙ্কেই, পরিবর্তিত পটে, তক্ষশীল পুরুকে মৃতপ্রায় জ্ঞান ক'রে বেশী নিকটবর্তী হলে পুরু অকস্মাৎ খাট থেকে লাফ দিয়ে উঠে এক আঘাতে তক্ষশীলকে খতম করে দেয়। তক্ষশীল মরবার সময় পুরুর হৃদয় যন্ত্রণা বাড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করে,

> (স্বগত) আমি তো মলেম, কিন্তু রানী ঐলবিলার প্রেম ওকে সুখে উপভোগ কত্তে দেব না, ওকে এর উচিত প্রতিশোধ দেব। (প্রকাশ্যে) আমাকে যেমন তুই অস্ত্রাঘাতে মারলি, তুইও তেমনি হৃদয়জ্বালায় দগ্ধ হ'য়ে আজীবন মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করবি। তুই কি মনে করেচিস্—ঐলবিলা—তোর প্রতি অনুরাগিনী? —ও! গেলেম!

পুরু কর্তৃক তক্ষশীল-বধ রাসিনেও আছে। এফিস্টিয়নের জবানীতে বিবরণ রূপে, মঞ্চে অনুষ্ঠিত দৃশ্যময় ঘটনা হিসেবে নয়।

৭.২ দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক থেকে আবার মূলানুসরণ চলে সেকন্দর শার প্রস্থান পর্যন্ত। এই অংশের মোট ৩২টি সংলাপ মোটামুটি মূলের ক্রমানুসারেই পরপর অনূদিত। কোনো কোনো মূল সংক্ষেপিত ও সম্প্রসারিত করা হয়েছে আমাদের পরিচিত পূর্ববর্ণিত রীতি-অনুযায়ী। যেমন, মূলের দীর্ঘ ১৬ নং সংলাপ

আলেকজাণ্ডারের, অনুবাদে এর প্রথমাংশ রক্ষিত, শেষাংশ পরিবর্তিত। শেষাংশ পরিবর্তিত, কারণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পুরু-ঐলবিলার প্রেমে যে অভিনব সংকট সৃষ্টি করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ অংশ এইখানে অচল। তাই ১৬ নং সংলাপ দ্বিখণ্ডিত করে মধ্যস্থলে পুরুর এক দম্ভোক্তি সংযুক্ত করে দেন। এখন সংলাপগুলো পরপর বিচার করা যাক।

১৬ নং সংলাপ ঃ

ALEXANDER

Well, Porus, so your pride has borne its fruit !
Where is the fair success that lured you on ?
You soaring spirit is at last cast down.
Offended majesty a victim claims ;
Nothing can save you.
Yet will I once more
Offer a pardon many times refused.
This queen rebels against my clemency,
Thinks constancy more precious than your life ;
Would have you die without a moment's doubt,
So long as to the tomb you bear the name
Of her true lover. Pay not such a price
For boast so vain. Live, and let Taxiles
Be happy.

সেকন্দর। ক্ষত্রিয় বীর! তোমার অহঙ্কারের ফল এখন ভোগ কর। কেন তুমি জয়লাভের আশায় বৃথা আমার সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে এসেছিলে বল দেখি?

[পুরু। শৃগালের ন্যায় অলক্ষিতভাবে আক্রমণ ক'রে যে জয়লাভ হয়, সেরূপ জয়লাভে কোনো বীর-পুরুষ কখনই উল্লসিত হন না।

[সেকন্দর। কি পুরু! তুমি এখনও নত হলে না? তোমার দেখছি ভারি স্পর্দ্ধা হয়েছে।—এর সমুচিত শাস্তি না দিয়ে আমি তোমাকে কখনই ছেড়ে দেব না। —রাজা তক্ষশীল দেখ দিকি কেমন আমার শরণাপন্ন হয়েছেন? তুমি যদি তাঁর দৃষ্টান্তের অনুগামী হ'তে, তা হ'লে তোমার পক্ষে মঙ্গল ছিল,—দেখে নিও, আমি মহারাজ তক্ষশীলকে সমস্ত ভারতবর্ষের অধীশ্বর করে দিয়ে যাব।]

১৭ নং সংলাপ :

PORUS

Taxiles !

পুরু। কি ?—তক্ষশীল ?—

১৮ নং সংলাপ :

ALEXANDER

Yes !

সেকন্দর। হ্যাঁ, আমি তাঁরই কথা বলচি।

১৯ নং সংলাপ :

PORUS

I approve
Your care so well bestow'd. What he has done
For you deserves no less. 'Twas he that snatch'd
Victory from me, gave you his sister, sold
His honour, me betray'd. What can you do
One service out of all to recompense ?
But I already have forestall'd your care ;
Go, see him die upon the batlle field.

পুরু। আমি জানি, সে তোমার বিস্তর উপকার করেছে। সে বিশ্বাসঘাতক হয়ে আমাদের সকলকে পরিত্যাগ ক'রে, তোমার পক্ষ অবলম্বন করেছে ; সে তার যশোমান পৌরুষ সকলি তোমার নিকট বিক্রয় করেছে ; এমন কি, সে আপনার ভগ্নীকে পর্য্যন্ত তোমাকে সমর্পণ করেছে। এরূপ উপকারী বন্ধুর প্রত্যুপকার করবার জন্ত তোমার যে সর্বদাই চেষ্টা হবে, তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু সেকন্দার শা। সে বিষয়ে আর কেন বৃথা চিন্তা করব? যাও দেখে এস, তোমার সেই পরম-বন্ধুর মৃতদেহ এখন আমার শিবিরের মধ্যে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

২০ নং সংলাপ :

ALEXANDER

Taxiles !

সেকন্দর। (আশ্চর্য হইয়া) কি! রাজা তক্ষশীলের মৃত্যু হয়েছে?

২১ নং সংলাপ :

CLEOPHILA

What is this ?

অম্বালিকা। কি? আমার ভাই? আমার মাথায় বজ্রাঘাত পোল্লো না কি?—হা! আমার কি হবে— (ক্রন্দন)

৭.৩ রাসিনের নাটকের ট্র্যাজিক পরিণতির উৎস ব্যর্থকাম ট্যাক্‌সিলেসের আকস্মিক জীবনাবসান এবং সেই সঙ্গে ক্লিওফিলার জীবন থেকে আলেক-জাণ্ডারেরও বিদায় গ্রহণ। অনুবাদকের সচেতন অভিপ্রায় তক্ষশীল-অম্বালিকার এই প্রকার শোকাবহ পরিণতির মধ্য দিয়ে চরিতার্থতা লাভ করতে পারবে না জেনেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রাসিন-নির্দেশিত নাটকীয় পরিণামকে সরাসরি উপেক্ষা করতে পারেন নি। মূলের ৪ ও ৬ নং সংলাপে ক্লিওফিলা তার নিজের জীবনের যে আসন্ন ট্র্যাজেডীর প্রতি ইংগিত করে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে অনুবাদে তার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়েছে। যেমন,

৪ নং সংলাপের শেষাংশে, ক্লিওফিলা বলছে আলেকজাণ্ডারকে,

CLEOPHILA

So long as Porus lives, what can *he* be ?
Ruin must needs be his, and mine as well
It may be ; for his love, obtaining nought,

Will hold me guilty, fit for punishment.
E'en now your heart is fluttering for new flights
Of conquest thro' the world. When I shall see
The Ganges roll his flood 'tween you and him,
Who will restrain my brothers unjust wrath ?
My lonely soul will languish, far from you.
Alas ! should he condemn my sighs to cease,
What would become of this poor heart of mine,
The Conqueror to whom I gave it gone ?

অম্বালিকা। ··· পুরুরাজ বেঁচে থাকতে ঐলবিলা কখনই আমার ভাইকে তার হৃদয় প্রদান করবে না। তিনি ঐলবিলার প্রেমে বঞ্চিত হ'লে আমাকে বলবেন যে, আমার জন্যই তাঁর এরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়েছে। আমার প্রতি তাঁর তখন একেবারে জাতক্রোধ হয়ে উঠবে! রাজকুমার! আপনি তো গাঙ্গেয় দেশ সকল জয় করবার জন্য শীঘ্রই যাত্রা করবেন। আপনি যখন এখান থেকে চলে যাবেন, তখন আমাকে কে রক্ষা করবে? আর আপনি এখান থেকে চলে গেলে, আমি কিরূপেই বা জীবন ধারণ ক'রব, হৃদয়জ্বালায় তা হ'লে আমাকে দিবানিশি দগ্ধ হ'তে হবে।

৫ নং সংলাপ :

ALEXANDER

... ...One conquest more, Then dearest, I return,
Thenceforth my soul ambition to be a king
Over your soul, and yet myself obey;
Placing within your hands my destiny,
And all mankind's. ... ...

সেকন্দর। রাজকুমারি! আপনি চিন্তিত হবেন না। আপনার হৃদয় যখন আমি লাভ করেছি, তখন আর আমি কিছুই চাইনে। গঙ্গানদী-কূলবর্ত্তী দেশগুলি জয় করেই আপনার নিকট উপস্থিত হব। এত রাজ্য, এত দেশ যে জয় কচ্চি, সে কেবল আপনার চরণে উপহার দেবার জন্যই তো।

৬ নং সংলাপ :

CLEOPHILA

What ! War on War ?
Seek you for subjects e'en beyond the Earth ?
And lands to their inhabitants unknown,
Must they bear witness to your brilliant deeds ?
What foes do you expect 'neath skies so rude ?.....

অম্বালিকা। না রাজকুমার! আমার অমন রাজ্য ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন নাই। আপনি আমার নিকট থাকুন, তা হলেই আমার সকল সম্পদ লাভ হবে। রাজকুমার! আপনার কি জয়স্পৃহা এখনও তৃপ্ত হয় নি? যথেষ্ট হয়েছে, আর কেন? আর কত যুদ্ধ করবেন? ...

৭.৪. রাসিনে ক্লিওফিলার ট্র্যাজেডী এত মর্মস্পর্শী বাণীরূপ লাভ করেছে যে অনুবাদ করতে বসে শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পক্ষে তার সম্মোহন থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব ছিল না। পুরুবিক্রমের নাটকীয় সমস্যার এটাই হল আন্তর প্রকৃতি। দেশীয় সমালোচকবর্গ এতদিন ধরে বলে আসছেন যে এই নাটকের শেষ ভাগে অম্বালিকার হৃদয়িক পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত মর্যাদা লাভ করায় নাট্যকারের রাজনৈতিক ধ্যানাদর্শের জ্যোতি নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। এই স্ববিরোধিতার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁরা বলেন যে জ্যোতিরিন্দ্র-মানসের রোমান্টিক-প্রবণতাই এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। অম্বালিকার হৃদয়-লীলা নাকি নাট্যকারের রোমান্টিক প্রবৃত্তি এত সর্বাত্মকভাবে বশীভূত করে যে তিনি তার ফলে তখনকার মত স্বজাতিসেবার দায়িত্ব বিস্মৃত হন। এই ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ করি না। অম্বালিকার পরিণাম-প্রসঙ্গে বিশেষ-ভাবে রোমান্টিকতার উল্লেখ অহেতুক। রাসিনের নাটকও কলারীতির বিচারে রোমান্টিক নয়, ক্লাসিকাল। অন্ত্যমিলযুক্ত ছন্দোবদ্ধ শ্লোকে এর সংলাপ রচিত, প্রতি সংলাপে উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ নিটোল ও সংহত রূপে বিধৃত। সমগ্র নাটক ত্রিমাত্রিক ঐক্যের বন্ধনে দৃঢ়পিনদ্ধ। এই কলাদর্শের তুলনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথই ভিন্নার্থে বেশী রোমান্টিক। তাঁর দেশাত্মবোধের অনিয়ন্ত্রিত উন্মাদনাই তাঁর রোমান্টিকতার চরম লক্ষণ, অম্বালিকার প্রণয়ের বশ হওয়াটা নয়। সেটা তো সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ

ক্লাসিকাল রীতির নাটক থেকে ধার করা জিনিস, এক ভাষা থেকে অন্য ভাষার পরিবেশে যান্ত্রিকভাবে স্থানান্তরিত করা। ফরাসী মহানাট্যের বা হিরোইক ড্রামার প্রকৃতিই হল, বীর-বীরাঙ্গনাদের অন্তরে আবেগ ও বিবেক, আত্মসুখ ও পরহিত, প্রেমাকাঙ্ক্ষা ও দেশাত্মবোধের মধ্যে ঘটনাচক্রে যে প্রচণ্ড সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় তার পটোন্মোচন করা। এই দ্বন্দ্বের রক্তক্ষরণেই মহানাট্যের প্রাণ। কেবল ভাষা নয়, 'পুরুবিক্রমে' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই ভাবেরও অনুবাদক।

আমরা এই জন্যেই মনে করি যে 'পুরু-বিক্রম' মৌলিক নাটক হিসাবে পাঠ্য নয়। ওর অন্তর্নিহিত হিন্দু জাতীয়তাবাদের মর্ম গ্রহণ করতে হলেও সমগ্র নাটকের আনুবাদিক প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা নিতান্ত আবশ্যক। কেবল তখনই বোঝা সম্ভব হবে যে, বিদেশী নাটককে জবরদস্তি স্বদেশী ভাবের বাহনে পরিণত করতে চেষ্টা করলে মূলের প্রকৃতি কি ভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। 'পুরুবিক্রমে'র এইটেই আলোচনাযোগ্য মৌল সমস্যা। জাতীয় বীর পুরুর বিক্রমকে পরাস্ত করে বাংলা নাটকে বিজাতীয় বীরের প্রেমাকাঙ্ক্ষী অম্বালিকা যে জয়ী হল, তার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দায়ী নন, ঋণী মাত্র। মূলের নিকট, রাসিনের নিকট।

৮.১ মূল নাটকের সমাপ্তি আলেকজাণ্ডারের উক্তিতে। আলেকজাণ্ডার পুরুর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে মুক্তি দান করে, রাজ্য ফিরিয়ে দেয় এবং সেই সঙ্গে রাজকুমারী এ্যাক্‌সিনিয়াকেও। পোরাস ও এ্যাকসিনিয়া উভয়ে কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয় এবং মুক্তকণ্ঠে মহাবীর আলেকজাণ্ডারের মহানুভবতার তারিফ করে। এই আনন্দময় পরিবেশে একজন তবু নিরানন্দ ও বিষাদমগ্ন থাকে। সে অম্বালিকা।

৩১ নং সংলাপ :

CLEOPHILA

What can heart so sad
As mine say to my lord ? Shall I repine
Because to Porus Alexander deigns
Both life and sceptre to restore ? He knows

What best becomes his glory. Press me not
For further speech ; in silence let me weep.

অম্বালিকা। রাজকুমার! আমি আর কি বলব, আমার ভায়ের শোকে আমার হৃদয় অভিভূত হয়ে রয়েছে। যেরূপ উদারতা আপনি প্রকাশ কল্লেন, এ আপনারই উপযুক্ত।

[অম্বালিকার প্রস্থান]

মূলে ৩২ নং সংলাপে আলেকজাণ্ডার ট্যাকসিলেসের জন্য শ্রদ্ধা ও সমবেদনা প্রকাশ ক'রে তাঁর স্মৃতি-সংরক্ষণের সংকল্প গ্রহণ করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই উক্তিটি পাল্টে নিয়ে লিখলেন ঃ

সেকন্দর। (পুরু ও ঐলবিলার প্রতি) অনেক দিনের বিচ্ছেদের পর আপনারা একত্র আবার সম্মিলিত হয়েছেন। এক্ষণে দুজনে নির্জনে আলাপ করুন, আমরা চল্লেম।

[সেকেন্দর শা ও সকলের প্রস্থান]

৩২ নং সংলাপেই রাসিনের নাটকের সমাপ্তি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও যদি নাটকের নাম 'মহাবীর সেকেন্দর শা' রাখতেন তবে তিনিও হয়ত এখানে যবনিকা টানতে পারতেন। কিন্তু 'পুরুবিক্রম'কে অন্যরূপ সমাপ্তি খুঁজতেই হবে। তাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই গর্ভাঙ্কই টেনে প্রলম্বিত করেছেন এবং তারপর আরও একটি গর্ভাঙ্ক সংযোজিত করেছেন। অবশ্য তাতেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মূলের স্মৃতি-তাড়িত হয়ে সেকন্দরশা-অম্বালিকার কিছু মর্মস্পর্শী নতুন সংলাপ সন্নিবিষ্ট করেন। তাহলেও নাটকের এই সংযোজিত শেষাংশে অনেকখানি সময় জুড়ে পুরু-ঐলবিলাই মঞ্চ দখল করে রাখে। ঐলবিলা পুরুকে প্রেম নিবেদন করতে এসে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়, অম্বালিকা অনুতপ্ত হয়ে পুরুর ভ্রম অপনোদনের সংকল্প গ্রহণ করে এবং অবশেষে পুরু ঐলবিলার মিলন ঘটে। উদাসিনী গায়িকা প্রবেশ ক'রে আশীর্বাদ করে,

আপনি মহারাজ পুরু? আপনি যবনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন?—আশীর্ব্বাদ করি, আপনি চিরজীবী হউন। ··· ··· আমি চল্লেম। শুন্‌চি যবনগণ গঙ্গাকূলবর্ত্তী-দেশ-সকল জয় করবার জন্য যাত্রা কচ্চে। যাই, আমি তাদের আগে গিয়ে রাজা নন্দকে সতর্ক করে দিয়ে আসি ; রাজকুমারি! আমি বিদায় হলেম।

["জয় ভারতের জয়"—গান করিতে করিতে উদাসিনীর প্রস্থান]

এই সংযোজিত অংশ স্বভাবতই মূল নাটকে নেই এবং এর কোনো রকম নাটকীয় মূল্যও নেই।

৯.০ 'পুরুবিক্রম' সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্যের সার হল :

এক, 'পুরুবিক্রম' মৌলিক নাটক নয়। এই নাটক-সম্পর্কিত যাবতীয় সমস্যা কেবল অনুবাদমূলক রচনার পরিপ্রেক্ষিতেই বিচারযোগ্য। এই অর্থে অদ্যাবধি 'পুরুবিক্রম' সম্পর্কে যা কিছু আলোচিত হয়েছে, সবই পুনর্লিখিত হওয়া উচিত।

দুই, যে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদ এই নাটকে প্রবল বীররসাত্মক অভিব্যক্তি লাভ করেছে তা অনুবাদ নয়, মৌলিক। শিল্পবিচারে নাটকের এই মৌলিক অংশসমূহই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।

তিন, এই নাটক দেশাত্মবোধমূলক নয়, প্রেমভাবাত্মক; মিলনান্ত নয়, বিয়োগান্ত। ভাগ্যবঞ্চিতা ঐলবিলাই এই নাটকে সেই অচরিতার্থ প্রেমের পরিপূর্ণতম আধার। এই চরিত্রের রূপায়ণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চরণে চরণে রাসিনের নিকট ঋণী।

১০.০ পুরুবিক্রম নাটক মৌলিক রচনা হিসেবে প্রচার লাভ করুক এমন একটা গোপন ইচ্ছা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই মনে মনে পোষণ করতেন। তবে হয়ত গোড়াতে তা সরাসরি ব্যক্ত করতে কিছু দ্বিধাবোধ করেন। এরকম মনে হবার দু তিনটি কারণ উল্লেখ করছি।

(ক) পুরুবিক্রমের প্রথম সংস্করণে নাট্যকার হিসাবে কারও নাম ছাপা হয় নি। পরবর্তী 'সরোজিনী'ও প্রথমবার অনামে প্রকাশিত হয়।

(খ) আমরা জানি যে প্রকাশের পূর্বেও এই নাটকের কোন কোন অংশ নাট্যকার অন্যদের পড়ে শুনিয়েছেন এবং তার জন্য প্রচুর বাহবাও পেয়েছেন। এই সাক্ষাৎ প্রশংসা গ্রহণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবেক পীড়িত বোধ না করবার একটা বড় কারণ এই হতে পারে

যে এই কটি অংশ হয়ত সত্যি সত্যি মৌলিক ছিল। যেমন ঠাকুর-বাড়ীর 'বিদ্বজ্জন সমাগমের' বার্ষিক সম্মেলনে (১৮.৪.৭৪) পঠিত পুরুবিক্রমের ৩য় অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্ক।

[দ্রষ্টব্য সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, অষ্টম খণ্ড]

(গ) শেষ বয়সে আত্মজীবনীর কথক রূপে নিজেই সূক্ষ্মভাবে প্রচার করেন যে পুরুবিক্রম অনুবাদ নয়, রচনা অর্থাৎ মৌলিক সৃষ্টি। বিভিন্ন গ্রন্থে অংশত উদ্ধৃত বক্তব্যটি নিম্নরূপ :

"হিন্দুমেলার পর হইতে, কেবলই আমার মনে হইত—কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্ব গাথা ও ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্তন করিলে, হয়ত কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কটকে থাকিতেই, আমি "পুরুবিক্রম" নাটকখানি রচনা করিয়া ফেলিলাম। লিখিয়াই গুণুদাদাকে বইখানি আদ্যোপান্ত শুনাইলাম। তাঁহার এ নাটকখানি খুব ভাল লাগিল। তিনি ছাপাইতে বলিলেন। পুরুবিক্রম প্রকাশিত হইল বটে, কিন্তু প্রথম সংস্করণে এবারেও আমি নাম গোপন করিলাম।"

(ঘ) কিন্তু যখন 'পুরুবিক্রম' গুজরাটী ভাষায় অনূদিত হয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করল, তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'পুরুবিক্রম' রচনার কৃতিত্ব ষোল আনা নিজস্ব বলে দাবী করতে ইতস্ততঃ বোধ করেন নি। তাঁর নিজের কথায় :

"পুরুবিক্রম শেষে গুজরাটী ভাষাতেও অনূদিত হয়। ইয়ুরোপের বিখ্যাত সমালোচক ও সংস্কৃতবিদ্যার পারদর্শী Sylvin Levi সাহেব গুজরাটী সাহিত্যের সমালোচনা-প্রসঙ্গে পুরুবিক্রমের বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিলেন, কিন্তু এখানি যে আমারই বাঙ্গলা পুরুবিক্রমের অনুবাদ, তাহা তিনি জানিতেন না।"

১০.১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর অন্যান্য অনুবাদমূলক রচনার ক্ষেত্রে মূলের উল্লেখ করতে কখনই কুণ্ঠিত হন নি। 'পুরুবিক্রম' ও 'সরোজিনী'র বেলায় হলেন কেন? এই ভুল কি অনিচ্ছাকৃত না স্বেচ্ছাকৃত? অন্যান্য অনেক অনুবাদেও তিনি দেশীয় পরিবেশের উপযোগী করে ফরাসী মূলের নাম-ধাম-ঘটনার গৌণ

রদবদল করেন। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই এমন ধারণা দিতে চেষ্টা করেন নি যে সে সকল রচনা মৌলিক। কেবল 'পুরুবিক্রম' ও 'সরোজিনী'র বেলাতেই তিনি কোনোরকম স্বীকারোক্তি রেখে যান নি এবং পাঠক-দর্শকের মধ্যে ভ্রমোৎপাদিত হওয়ার পরও তা অপনোদনের জন্য সচেষ্ট হন নি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই সুবিদিত নীরবতার একমাত্র কারণ এই হতে পারে যে তিনি প্রধানতঃ এই নাটকদ্বয়ের মধ্য দিয়ে হিন্দুমেলার মাতৃমূর্তির চরণ বন্দনা করতে চান এবং অনুভব করেন যে এই পূজা ফরাসী-প্রসূনে নিষ্পন্ন হচ্ছে প্রকাশিত হলে অনেকের স্বদেশী ভক্তিভাব পীড়িত বোধ করতে পারে। এই আশংকা-তাড়িত হয়েই কি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বদেশীভাবের নাটকের বিদেশী জন্ম-সংবাদ প্রচ্ছন্ন রেখে রচনাকে স্বয়মুৎপাদিত বলে প্রচারিত হতে দিয়েছেন ?